জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যাবলীর প্রতিবেদন

৬ষ্ঠ সংখ্যা (২০১১-২০১৪)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

কৃষি মন্ত্রণালয়

জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যাবলীর প্রতিবেদন

ষষ্ঠ সংখ্যা (২০১১-২০১৪)

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

কৃষি মন্ত্রণালয়

গাজীপুর-১৭০১

www.sca.gov.bd

জাতীয় বীজ বোর্ড এর কার্যাবলীর প্রতিবেদন
ষষ্ঠ সংখ্যা (২০১১-২০১৪)

সম্পাদনা পরিষদ ঃ

- **কৃষিবিদ মোঃ ওসমান খান,** পরিচালক
- **কৃষিবিদ মোঃ সোলায়মান আলী,** অতিরিক্ত পরিচালক (সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রন)
- **কৃষিবিদ মোঃ খায়রুল আবরার,** অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
- **কৃষিবিদ সুখরঞ্জন দাস,** অতিরিক্ত পরিচালক, (মাঠ প্রশাসন, পরিকল্পনা ও মনিটরিং)
- **কৃষিবিদ মোঃ হাসান কবীর,** উপ পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
- **কৃষিবিদ ড. জাকির হোসেন,** উপ পরিচালক (সীড রেগুলেশন)
- **কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুল জব্বার,** মুখ্য বীজ প্রযুক্তিবিদ
- **কৃষিবিদ ড. শুকদেব কুমার দাস,** উপ পরিচালক (পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন)
- **কৃষিবিদ ড. আব্দুল আউয়াল মিয়া,** উপ পরিচালক (প্রশাসন)
- **কৃষিবিদ রওশন আরা বেগম,** অতিঃ উপ পরিচালক (সীড রেগুলেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ)
- **কৃষিবিদ নিলুফা আক্তার,** সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার

প্রকাশনায় ঃ

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গাজীপুর-১৭০১
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯২৬৩৫১২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯২৬৩৫২৩
ই-মেইল ঃ dir@sca.gov.bd
ওয়েব সাইট ঃ www.sca.gov.bd

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ

৩০০ কপি

কম্পোজ ঃ

মোঃ হাফিজুল ইসলাম (০১৭১২-৯৩০৬৫৬)

প্রকাশকাল ঃ

জুন, ২০১৫

মুদ্রণে ঃ

সিফাত প্রিন্টিং প্রেস, গাজীপুর চৌরাস্তা
মোবাইল ঃ ০১৭১২-৯৩০৬৫৬, ০১৯২২-৪৫২৫৩৫

মুখবন্ধ

জাতীয় বীজ বোর্ড ১৯৭৩ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় বীজ বোর্ড দেশের বীজ সেক্টরের নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশের বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং বিদেশ থেকে আমদানীকৃত বিভিন্ন ফসলের জাত অনুমোদন ও ছাড়করণ, বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রত্যয়ণ, মাননিয়ন্ত্রণ এবং বাজারজাতকরণসহ কৃষক কর্তৃক বীজ ব্যবহার পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকে এই জাতীয় বীজ বোর্ড। এ বোর্ডের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত কৃষি ক্ষেত্রের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তাই তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে "জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যাবলীর প্রতিবেদন" এর প্রথম সংখ্যা ১৯৮৫ (১ম হতে ১৮তম সভার কার্যবিবরণী), দ্বিতীয় সংখ্যা ১৯৯৩ সনে (১৯তম হতে ১৮তম সভার কার্যবিবরণী), তৃতীয় সংখ্যা ১৯৯৯ সনে (২৯তম হতে ৪২ তম সভার কার্যবিবরণী) চতুর্থ সংখ্যা ২০০৫ সনে (৪৩তম হতে ৫৭তম সভার কার্যবিবরণী), পঞ্চম সংখ্যা ২০১১ সনে (৫৮তম হতে ৭৫ তম সভার কার্যবিবরণী) প্রকাশিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় পরবর্তী ৭৬তম হতে ৮৩তম সভার কার্যবিবরণী সম্বলিত ষষ্ঠ সংখ্যা প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হলো। আমাদের প্রত্যাশা, বিগত সংখ্যাগুলোর মতো এ সংখ্যাটিও কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ, বীজ উৎপাদন, প্রত্যয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার নিকট প্রশংসিত হবে।

এ সংখ্যাটি সম্পাদনা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তাদের এ কাজে সহায়তা করেছেন বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ। তাদের এ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। যথেষ্ট আন্তরিকতা ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেদনটির প্রকাশনায় মুদ্রণজনিত ত্রুটি থাকতে পারে। এ অনিচ্ছাকৃত ভূলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করার জন্য পাঠক- পাঠিকাদের নিকট সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

কৃষিবিদ মোঃ ওসমান খান
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৬তম সভা ঃ	১-৩
	১) বিগত ১৫/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার কার্যবিবরণ নিশ্চিতকরণ	
	২) চলতি ২০১১-১২ মৌসুমে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ	
০২.	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭তম সভা ঃ	৪-৯
	১) বিগত ১৯/০২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	
	২) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৮তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের ০২টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ	
	৩) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত (BRRI dhan 29-SC3-28-4-HR2) কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ	
	৪) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত RC 43-28-5-3-3 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-৯ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ	
	৫) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের ২টি সারি বিএডব্লিউ-১১২০ এবং বিএডব্লিউ-১১৪১ যথাক্রমে বারি গম-২৭, বারি গম-২৮ হিসাবে ছাড়করণ	
	৬) বিবিধ	
	৬.১) নার্সারী গাইডলাইনস সংক্রান্ত প্রমোশন কমিটি গঠন	
০৩.	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভা ঃ	১০-১৬
	১) বিগত ১৫/০৫/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	
	২) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৯তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বোরো হাইব্রিড ধানের ০৭টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ	
	৩) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং আমদানীকৃত আলুর ছয়টি সারি/জাত যথা (১) ৪.৪৫ ড (২) ৫.১৮৩ (3) Agila (4) Altas (5) Elgar ও Steffi যথাক্রমে বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১, বারি আলু-৪২, বারি আলু-৪৩, বারি আলু-৪৪ ও বারি আলু-৪৫ নামে নিবন্ধিকরণ ঃ	
	৪) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত P. 83-23 কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ-৪১ হিসেবে ঢাকা অঞ্চলে ছাড়করণ	
	৫) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত PBRC-37 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১০ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ	
	৬) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি (সংশোধিত) অনুমোদন	
	৭) বিবিধ	

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০৪.	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৯তম সভা ঃ	১৭-১৯
	১) বিগত ১৭/০৯/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	
	২) ভারত থেকে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ	
	৩) আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন	
০৫.	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভা ঃ	২০-২৭
	১) বিগত ২০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৯তম সভার কার্যবিবরণ নিশ্চিতকরণ	
	২) বীজ আলু শ্রেণি নির্ধারণ	
	৩) দেশে উৎপাদিত এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন	
	৪) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি সংশোধন	
	৫) বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগের মান উন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণ	
	৬) স্থানীয় জাতের ধান ও আলু বীজ বাজারজাতকরণ এবং নন-নোটিফাইড ফসল হিসেবে নিবন্ধিকরণ	
	৭) ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেক জাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর অ্যারাইজ ধানী গোল্ড (বায়ার হাইব্রিড-৪) জাতটি ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধন	
	৮) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭১তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রস্তাবিত যথাক্রমে বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২ এবং বিনা ধান-১৩ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ	
	৯) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭১ তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), জয়দেবপুর, গাজীপুর কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের তিনটি জাত যথাক্রমে ব্রি ধান-৫৯, ব্রি ধান-৬০ এবং ব্রি ধান-৬১ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ	
	১০) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), জয়দেবপুর, গাজীপুর এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ০১টি জাত বারি আলু-৪৬ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ	
	১১) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটের দুইটি জাত যথাক্রমে বিজেআরআই তোষাপাট-৬ এবং বিজেআরআই দেশী পাট-৮ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ	
	১২) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭২ তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), জয়দেবপুর, গাজীপুর কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের জাত ব্রি ধান-৬২ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ	
	১৩) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭২ তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের জাত বিনা ধান-১৪ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণঃ	
	১৪) ০৫ কেজির ব্যাগে ধান বীজ বাজারজাতকরণ	
	১৫) ভিত্তি এফ-১ থেকে ভিত্তি এফ-২ ধান বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০৬.	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮১তম সভা ঃ	২৮-৩৭
	১) বিগত ২৮/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভার কার্যবিবরণ নিশ্চিতকরণ	
	২) ভারত থেকে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ	
	৩) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৩তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বোরো হাইব্রিড ধানের ৭টি নতুন নিবন্ধিকরণ।	
	৪) প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে বোরো ধান (ব্রিধান-২৮ ও বিধান-২৯)ভিত্তি বীজ-১ থেকে ভিত্তি-২ বীজ উৎপাদনের অনুমোদন।	
	৫) দেশী পাট শাক-১ (বিজেসি-৩৯০) নিবন্ধন	
	৬) আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস (Guidelines) প্রণয়ন।	
	৭) বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন, (খ) ডাটাবেইজ তৈরির জন্য নোডাল পয়েন্ট নির্বাচন এবং (গ) বীজ মান যাচাই।	
	৮) বিবিধ	
০৭.	জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮২তম সভা ঃ	৩৮-৪৫
	১) বিগত ০৩/০২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।	
	২) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৪তম সভার সুপারিশ অনুমোদন।	
	২.১) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক আমদানীকৃত তিনটি হাইব্রিড ধান নিবন্ধন ঃ	
	৩) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত BR7358-30-3-1 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৬৩ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ ঃ	
	৪) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক প্রস্তাবিত ওজ৫০ (BINA-Arom-10) ধানের কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১৫ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ ঃ	
	৫) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৫তম (বিশেষ) সভার সুপারিশ অনুমোদন	
	৬) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক আমদানিকৃত আলুর দুটি জাত নিবন্ধন	
	৭) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক প্রস্তাবিত তিনটি সারি (ক) ঈশ্বরদী-৪২ (Rangbilas), (খ) ঈশ্বরদী-৪৩ (Isd 18T2) এবং (গ) ইশ্বরদী-৪৪ (I112-01) যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৪২, বিএসআরআই আখ-৪৩ এবং বিএসআরআই আখ-৪৪ হিসাবে ছাড়করণ	
	৮) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত (BR7840-54-1-2-5) কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৬৪ হিসাবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ	
	৯) সীড প্রমোশন কমিটি পুনর্গঠন	

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০৮.	**জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৩তম সভা ঃ**	৪৭-৫৩
	১) বিগত ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ	
	২) বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক আমদানীকৃত হাইব্রিড ধানের ০৭ (সাত) টি জাত নিবন্ধন	
	৩) গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ০২ টি জাত নিবন্ধন	
	৪) ইনব্রিড ধানের ০৫টি জাত ছাড়করণ	
	৫) গমের ০২টি জাত ছাড়করণ	
	৬) বারি উদ্ভাবিত আলুর ০২টি জাত ছাড়করণ	
	৭) বিদেশ থেকে আমদানীকৃত আলুর ০৬টি জাত নিবন্ধন	
	৮) Breeder Seed/Fundation sedd/Certified Seed/Truthfully labelled Seed (TLS) প্রভৃতি শব্দসমূহ বাংলা ইংরেজী বানান সর্বত্র একই ধরনের (Harmonization) ব্যবহারকরণের উদ্দেশ্যে কারিগরি কমিটির জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ ঃ	
	৯) বিবিধ (বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি ও নিবন্ধন নবায়ন পদ্ধতি)	

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৬তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) সভাপতি ও কৃষি সচিব মনজুর হোসেনের সভাপতিত্বে গত ১৯/০২/২০১১খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় এনএসবির ৭৬তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ১৫/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার কার্যবিবরণ নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৭৬তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভা বিগত ১৫/০৯/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ২৫/১০/২০১১ তারিখ, ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১২৮.২০১০-১৭৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭৫তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ চলতি ২০১১-১২ মৌসুমে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ।

আলোচনা ঃ

(ক) সদস্য সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং সভায় বলেন যে, বৃষ্টির উপর নির্ভর করে সারা দেশে প্রায় ৪ থেকে ৪.৫ লক্ষ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে জমিতে পাট চাষ করা হচ্ছে এবং এতে প্রায় ৫০০০ হতে ৫৫০০ মে টন পাট বীজের প্রয়োজন হয়। বিগত ৫-৬ বছর যাবৎ কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ৩০০০ মেঃ টন হতে ৩৫০০ মেঃ টন পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। তিনি সভায় আরও বলেন যে, গত বছর ভারত হতে ৪৬০৫ মেঃ টন তোষা পাঠ বীজ আমদানির অনুমতির বিপরীতে ৩৬১৭ মেঃ টন পাঠ বীজ আমদানি হয়েছিলো। এছাড়া ৮২৬. মেঃ টন মেস্তা বীজের আমদানির অনুমতির বিপরীতে ৭৭২ মেঃ টন মেস্তা বীজ ভারত হতে আমদানি হয়েছিলো।

(খ) সভায় বিজেআরআই এর মহা-পরিচালক ড. মোঃ কামাল উদ্দিন বলেন যে, গত বছর দেশে প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হয়েছিলো। তিনি আরোও বলেন যে, আমাদের দেশের O-৯৮৯৭ এবং O-৭২ জাত দুটি জনপ্রিয় জাত এবং আঁশের মান ভারতের পাটের চেয়ে ভালো বিধায় বিএডিসি-কে জাত দুটির বীজ বর্ধনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

(গ) জাতীয় বীজ বোর্ডে সভাপতি ও কৃষি সচিব সভায় বলেন যে, এ বছর কৃষক পাটের আঁশের মূল্য গত বছরের ন্যায় পায়নি বিধায় এ বছর পাটের চাষাবাদ কতটুকু হতে পারবে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারনের পূর্বে সে বিষয়টি সকলের খেয়াল রাখা দরকার। পাশাপাশি কোনভাবেই যেন Non-certified বীজ সীমান্ত দিয়ে দেশে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। প্রয়োজনে ডিএই, এসসিএ এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার সাহায্য নিতে হবে।

(ঘ) জনাব এফআর মালিক, সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোশিয়েশন বলেন যে, গত দুবছর যাবৎ পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে Port of entry বেনাপোল (যশোর) এবং বুড়িমারী (লালমনিরহাট) থাকার কারণে ভারত থেকে অপেক্ষাকৃত ভালোমানের পাট বীজ দেশে আসার সুযোগ হয়েছে। তাই গতবারের ন্যায় এবারও Port of entry বেনাপোল (যশোর) এবং বুড়িমারী (লালমনিরহাট) থাকা উচিত। এছাড়া তিনি বলেন যে, যে কোন ফসলের পূর্বের বছরের দামের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ বছর মার্কেটের পাটের আঁশের দাম কিছুটা কম থাকলেও পাট চাষের জমির পরিমাণ তেমন একটা কমবে না।

(ঙ) সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি বলেন যে, বিএডিসির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত পাটবীজ সংগ্রহ করা যাবে। তিনি বলেন যে, নিম্নমানের পাট বীজ ভারতে Certified হচ্ছে। তাই সীড প্রমোশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারী পর্যায়ে ভারত থেকে Certified বীজ আনার সুযোগ দিলে একদিকে বীজরে গুণগতমানের যেমন নিশ্চয়তা থাকবে অন্যদিকে পাট বীজের বাজার মূল্যও সহনীয় থাকবে। সভায় আলোচনা হয় যে, যদি ভারতের কোন কোম্পানী নিম্ন মানের পাট বীজ সরবরাহ করে তবে ভবিষ্যতে তাদেরকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। এছাড়া বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ) এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে আমদানিকৃত বীজের প্যাকেটের দেয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই-বাছাই করবে। সভায় ১০০০ মেঃ টন মেস্তা পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে ভারত হতে ৩৫০০(তিন হাজার পাঁচশত) মেঃটন ভারতীয় জেআরও-৫২৪ (নবীণ) জাতের তোষা Certified পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো। প্রয়োজনে পরিমাণ পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। Import permit- এর মেয়াদ ১৫ মে/২০১২ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

(খ) সরকারী পর্যায়ে বিএডিসি-কে ২০০(দুই শত) মেঃ টন ভারতীয় জেআরও-৫২৪(নবীণ) জাতের তোষা Certified পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো।

(গ) পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে Port of entry বেনাপোল (যশোর) এবং বুড়িমারী (লালমনিরহাট) হবে।

(ঘ) ১০০০ মেঃ টন মেস্তা পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো।

(ঙ) বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে আমদানিকৃত বীজের প্যাকেটের দেয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই-বাচাই-এর লক্ষ্যে প্রয়োজনে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ) এবং উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই ভারতীয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে Certification- এর বিষয়টি নিষ্পত্তি করবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(মনজুর হোসেন)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	মোঃ হাসানুল হক	মহা পরিচালক (ডি,এ,ই)	অস্পষ্ট
২	ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল	ডিজি, বিএআর আই	অস্পষ্ট
৩	ড. মোঃ খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী	সদস্য পরিচালক (শস্য)	অস্পষ্ট
৪	মোঃ নূরুজ্জামান	সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)	অস্পষ্ট
৫	ড. মোঃ কামাল উদ্দিন	মহাপরিচালক (বিজেআরআই)	অস্পষ্ট
৬	মোঃ আজিজুল হক	মহাব্যবস্থাপক(বীজ)	অস্পষ্ট
৭	মোঃ মতিয়ার রহমান	নির্বাহী পরিচালক (তুলা উন্নয়ন বোর্ড)	অস্পষ্ট
৮	সৈয়দ কামরুল হক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
৯	লুৎফে আরা বেগম	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এস. আর.ডি.আই	অস্পষ্ট
১০	এফ আর মালিক	সভাপতি, বিএসএ	অস্পষ্ট
১১	কৃষিবিদ মোঃ মুকছেদুর রহমান	সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ, ডিএই	অস্পষ্ট
১২	কৃষিবিদ মোঃ তফিজ উদ্দিন	উপ-পরিচালক (সংগনিরোধ) ডিএই	অস্পষ্ট
১৩	মোঃ আব্দুল আউয়াল	পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং	অস্পষ্ট
১৪	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১৫	মোঃ মনির উদ্দিন	যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ	অস্পষ্ট
১৬	আনোয়ার ফারুক	ডিজি, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১৭	রঞ্জিৎ কুমার পাল	ফিল্ড অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, ঢাকা	অস্পষ্ট
১৮	জহির উদ্দিন আহমেদ	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭তম সভার কার্যবিরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) সভাপতি ও কৃষি সচিব মনজুর হোসেনের সভাপতিত্বে গত ১৫/০৫/২০১২ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় এনএসবি-এর ৭৭তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ১৯/০২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা পরিচালক, বীজ উইং-কে ৭৭তম সভার কার্যপত্রানুয়ায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৬তম সভা বিগত ১৯/০২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিরণী গত ১৩/০৩/২০১২ তারিখ, ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১২৮.২০১০-০৪২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অধ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ

১। জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৮তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে আমন মৌসুমের হাইব্রিড ধানের ০২টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ ঃ

আলোচনা ঃ সভায় সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন বলেন যে, হাইব্রিড ধান ছাড়করণের ২য় শর্তে বলা হয়েছে যে, এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। সীড টেক্নোলজীর বিভিন্ন ধাপ অনুসরণ করে অবিক্রিত বীজ (unsold seed) সংরক্ষণপূর্বক বীজের viability অক্ষুন্ন রেখে পরবর্তী বছরের জন্য বাজারজাত করা হয় বিধায় ২য় শর্তটি সীড টেক্নোলজীর সাথে সাংঘর্ষিক। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বলেন যে, অবিক্রিত বীজ (unsold seed) ঘোষণাপূর্বক কোথায় সংরক্ষণ করা হবে, কার তত্বাবধানে থাকবে এবং এসসিএ এর প্রত্যয়ন ট্যাগ থাকতে হবে। সভায় আমদানিকৃত হাইব্রিড ধান বীজের এসসিএ-এর প্রত্যয়নপত্র থাকে না বিধায় পরবর্তী বছরে উক্ত বীজের এসসিএ-র প্রত্যয়নপত্র প্রয়োজন হবে কিনা এবং নিবন্ধনযোগ্য নতুন জাতের (আমন মৌসুমের) হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির ক্ষেত্রে অঞ্চলওয়ারী সর্বোচ্চ ১০ (দশ) মেঃ টন বীজ আমদানি করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

(১) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৮তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis 20% এর বেশী হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাত ২টি সাময়িকভাবে শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলো ঃ

(ক) সুপ্রিম সীড কোং লিঃ এর সুবর্ণ-৮ (2007) যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ-৬৭৩ ও এইচ-৭৭৬)।

(খ) পেট্রোকেম এগ্রো এন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর এ্যাগ্রোধান-১২ (Pioneer 27P31) ময়মনসিংহ ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে কোড নং যথাক্রমে এইচ-৬৮১ ও এইচ-৭৭০)।

(গ) নতুন ছাড়কৃত জাতের (চলতি আমন মৌসুমের) হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির ক্ষেত্রে অঞ্চলওয়ারী সর্বোচ্চ ১০ (দশ) মেঃ টন বীজ আমদানি করা যাবে।

(ঘ) এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না-এ শর্তটি জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মতামতসহ এনএসবি সভায় উপস্থাপন করবেন।

২। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত (BRRI dhan 29-SC3-28-4-HR2) কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ।

আলোচনা ঃ

আলোচনা ঃ সভায় ব্রি প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি সোমা ক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। উক্ত ভ্যারিয়েন্ট প্রথমত ব্রি ধান ২৯ এর চাল থেকে ল্যাবরেটরীতে টিসু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে ভ্যারিয়েন্ট গ্রীণ হাউজে স্থানান্তর করে জন্মানোর ফলে প্রাপ্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়। উক্ত বীজ বর্ধন করে বৃহৎ পরিসরে জন্মানো হয় এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে কৌলিক বাছাই এর মাধ্যমে চূড়ান্ত সারিটি নির্বাচন করা হয়। অঙ্গজ অবস্থায় গাছের আকার ও আকৃতি ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে লম্বা। এ জাতের ডিগ পাতা হেলানো ও লম্বা। ধান পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে ডিগপাতা বেশী হেলে থাকে। ধানের দানা অনেকটা ব্রি ধান ২৯ এর মত তবে সামান্য চিকন। গাছের উচ্চতা ১০০-১০৫ সে.মি. এবং জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪ গ্রাম। এ জাতটির জীবন কাল ব্রিধান ২৮ থেকে ৬-৭ দিন নাবী কিন্তু ব্রিধান ২৯ জাতের চেয়ে ৭-১০ দিন আগাম। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝরে পড়ে না। রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম। সভায় ব্রি ধান-৫৮ উদ্ভাবনের সাথে জড়িত সকল বিজ্ঞানীদেরকে সভাপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত BRRI dhan 29-SC3-28-4-HR2 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত BRRI dhan 29-SC3-28-4-HR2 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৫৮ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্বে ছাড়করণ করা হলো।

৩। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত RC 43-28-5-3-3 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-৯ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ।

আলোচনা ঃ সভায় বিনার প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি স্থানীয় সুগন্ধি ধানের জাত কালজিরা এর সাথে একটি উচ্চ ফলনশীল মিউট্যান্ট লাইন Y-1281, এর সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৌলিক সারিটি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। পুর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেঃ মিঃ। এ জাতের জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২০.৩৭ গ্রাম এবং হেক্টর প্রতি ফলন ৩.৫-৪.০ টন। প্রস্তাবিত জাতটি প্রচলিত সুগন্ধি আমন জাত কালজিরা ও ব্রিধান-৩৮ অপেক্ষা উচ্চতায় কিছুটা খাট এবং প্রায় ২৫-৩০ দিন আগাম। ধান ও চাল কালজিরা ও ব্রিধান-৩৮ এর তুলনায় লম্বা ও চিকন এবং রপ্তানী উপযোগী। সভায় বিনা ধান-৯ উদ্ভাবনের সাথে জড়িত সকল বিজ্ঞানীদেরকে সভাপতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বিনা কর্তৃক উদ্ভাবিত RC 43-28-5-3-3 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-৯ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চষাবাদের নিমিত্বে ছাড়করণ করা হলো।

(৪) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গমগবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের ২টি সারি বিএডব্লিউ-১১২০ এবং বিএডব্লিউ-১১৪১ যথাক্রমে বারি গম-২৭, বারি গম-২৮ হিসাবে ছাড়করণ।

আলোচনা ঃ

(ক) বিএডব্লিউ-১১২০ (বারি গম-২৭) ঃ গম গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বলেন যে, উদ্ভাবিত বারি গম ২৭ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। সিমিটে শংকরকৃত এ কৌলিক সারিটি ইউজি ৯৯ ট্রায়ালের মাধ্যমে ২০০৬ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১১২০ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃ মিঃ। শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫০০-৫৪০০ কেজি। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসে ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়।

(খ) বিএডব্লিউ-১১৪১ (বারি গ্রম-২৮) ঃ বিএডব্লিউ-১১৪১ (বারি গম-২৮) সম্পর্কে গম গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিনিধি বলেন যে, উদ্ভাবিত বারি গম ২৮ একটি স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। সিমিটে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি ২০০৫ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন নার্সারীতে ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১১৪১ নামে নির্বাচিত করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি কান্ডে মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) কিছুটা প্রতিরোধী এবং দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃ মিঃ। শীর্ষ বের হতে ৫৫-৬০ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১০৮ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী এবং হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৪০০০-৫৫০০ কেজি। জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে ৭-১০ দিন আগে পাকে তাই দেরীতে বপনের জন্য জাতটি খুবই উপযোগী। জাতটি তাপসহিষ্ণু হওয়ায় দেরীতে বপনে শতাব্দীর চেয়ে ১৫-২০% ফলন বেশী হয়। এ জাতটি নবেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানো ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বা তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের বিএডব্লিউ-১১২০ এবং বিএডব্লিউ-১১৪১ সারি দুটি যথাক্রমে বারি গম-২৭ এবং বারি গম-২৮ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্বে ছাড়করণ করা হলো।

৫) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর ৫টি জাত/সারি যথা (ক) 4.5W (খ) 4.26 R (গ) 4.40 (ঙ) ওমেগা (Omega) এবং (ঙ) বেলিনি (Bellini) যথাক্রমে বারি আলু ৩৫, বারি ৩৬, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৩৮ ও বারি আল-৩৯ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য কারিগরি কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করেছে।

আলোচনা ঃ সভায় সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন বলেন যে, বিভিন্ন কোম্পানী বিদেশ থেকে আলুর নমুনা আমদানি করে বারি তথা টিসিআরসি-কে ট্রায়ালের জন্য সরবরাহ করে কিন্তু ছাড়করণের সময় আলুর নাম দেখে মনে হয় জাতটির মালিকানা বারির। এজন্য কোম্পানী কর্তৃক সরবরাহকৃত আলুর নামকরণের সময় কোম্পানীর দেয়া নামটি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। টিসিআরসির প্রতিনিধি বলেন যে, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর প্রথম বারের ন্যায় বারি তিনটি জাত (বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬ ও বারি আলু-৩৭) সংকরায়ন করে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেছে। সভায় আলোচনা হয় যে, টিসিআরসি কর্তৃক প্রস্তাবকৃত ৯টি জাতের মধ্যে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ০৫টি আলুর জাত ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেছে। তাই পোকা-মাকড়/রোগ সংক্রান্ত কোন বিষয় জড়িত না থাকলে বাকি ৪টি জাত অর্থ্যাৎ 4.15,4.27, রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) এবং রেড ব্যারন (Red Baron) জাতগুলো ছাড়করণের নিমিত্বে বিবেচনা করার জন্য বেসরকারি সেক্টর থেকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া সভায় আলোচনা হয় যে, বারি কর্তৃক ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতগুলোর প্রত্যেকটির একটি করে বিশেষ নাম থাকা দরকার যাতে সহজেই বারির নিজস্ব জাত হিসেবে সনাক্ত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর ৫টি জাত/সারি 4.5W, 4.26 R , 4.40, ওমেগা (Omega) এবং বেলিনি (Bellini) যথাক্রমে বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৩৮ (Omega) ও বারি আলু-৩৯ (Bellini) হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

(খ) বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬ এবং বারি আলু-৩৭ বারির নিজস্ব আলু হওয়ায় জাতগুলোর প্রত্যেকটির একটি করে বিশেষ নাম প্রদানপূর্বক টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা (দ্বায়িত্বঃ বারি, টিসিআরসি)।

(গ) 4.15, 4.27, রেড ফ্যান্টাসী (Red Fantasy) এবং রেড ব্যারন (Red Baron) জাত/লাইনগুলো জাতীয় বীজ বোর্ডের টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশসহ পরবর্তী এনএসবি সভায় উপস্থাপন করবেন।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ বিবিধ

(ক) নার্সারী গাইডলাইনস সংক্রান্ত প্রমোশন কমিটি গঠন ঃ

আলোচনা ঃ সভার সদস্য-সচিব সভায় বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৮ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উন্নত জাতের অবমুক্ত বা স্থানীয় উন্নত জাতের মানসম্মত প্রপাগিউল এর ব্যবহার বৃদ্ধি, উৎপাদন, উন্নয়ন, রক্ষনাবেক্ষণ এবং উন্নত নার্সারী ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ প্রজনন কর্মকান্ড হতে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত নার্সারী শিল্পের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার সার্বিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে নার্সারী গাইডলাইন, ২০০৮ প্রণয়ন করা হয়েছে। নার্সারী শিল্পের মান উন্নয়ন, বাণিজ্যিকিকরণ বিষয়াদি পর্যবেক্ষন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সহযোগিতা করার জন্য নার্সারী গাইডলাইনস প্রমোশন কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে আহ্বায়ক করে সরকারি-বেসরকারি সেক্টরের সমন্বয়ে একটি নার্সারী প্রমোশন কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে যা আলোচনা করে কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ (ক) নিম্নবর্ণিত সদস্যদের নিয়ে নার্সারী প্রমোশন কমিটি গঠন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির ঠিকানা	পদ
১	মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সভাপতি
২	সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।	সদস্য
৩	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৪	অতিরিক্ত-পরিচালক (উদ্যান), খাদ্যশস্য উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।	সদস্য
৫	প্রতিনিধি, উদ্যানতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৬	বিভাগীয় কর্মকর্তা, বীজ বাগান বিভাগ, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।	সদস্য
৭	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৮	প্রধান মাঠ নিয়ন্ত্রন কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ণ এজেন্সী, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/প্রতিনিধির ঠিকানা	পদ
৯	উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, সামাজিক বন উইং, বন অধিদপ্তর, বন ভবন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।	সদস্য
১০	সভাপতি, ন্যাশনাল নার্সারী সোসাইটি, ১১২/এ (৫ম তলা), শেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২-১৬।	সদস্য
১১	সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল নার্সারী সোসাইটি, ১১২/এ (৫ম তলা) শেনপাড়া, পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।	সদস্য
১২	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।	সদস্য
১৩	সিনিয়র ম্যানেজার, ব্র্যাক হর্টিক্যালচার নার্সারী এন্টারপ্রাইজ, ব্রাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২।	সদস্য
১৪	পরিচালক, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রশিকা, আই-১/গ, মিরপুর, সেকশন-২, ঢাকা-১২১৬।	সদস্য
১৫	মহা-ব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কর্মপরিধি নিম্নরূপ ঃ

(১) উদ্যান ফসলের এবং বনজ, ভেষজ ও শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদের অবমুক্ত, অনুমোদিত ও স্থানীয় উন্নত জাতের বীজ, চারা, কলম ও অন্যান্য প্রপাগিউলের উৎপাদন, রক্ষনাবেক্ষণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদানে করনীয় নির্ধারণ।

(২) প্রপাগিউলের মান ও নার্সারী শিল্প উন্নয়ন বা বাণিজ্যিকিকরণ বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা।

(৩) উন্নতমানের প্রপাগিউল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ও উন্নত প্রপাগিউল এর ব্যবহারের উপর সরকারী ও বেসরকারী নার্সারী মালিক, নার্সারীম্যান/ গার্ডেনার/ মালী/কৃষক প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তা প্রদানে করনীয় নির্ধারণ।

(৪) প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি সহায়তার মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী নার্সারী খাতের উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান।

(৫) প্রজনন কর্মকান্ড হইতে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত নার্সারী শিল্পের সকল পর্যায়ে সরকারী ও বেসরকারী খাতে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/; ২৩/০৫/১২
(মনজুর হোসেন)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) সভাপতি ও কৃষি সচিব মনজুর হোসেনের সভাপতিত্বে গত ১৭/০৯/২০১২ খ্রঃ তারিখ বেলা ২.৩০ ঘটিকায় এনএসবি-র ৭৮তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ১৫/০৫/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা- পরিচালক, বীজ উইং-কে ৭৮তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিসয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৭ তম সভা বিগত ১৫/০৫/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ২৭/০৫/২০১২ তারিখ, ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১২৯.২০১২-১৮৭ সংখ্যক স্বারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭৭ তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৬৯ তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বোরো হাইব্রিড ধানের ৭টি নতুন জাত নিবন্ধিকরণ ঃ

আলোচনা ঃ জনাব এএইচ ইকবাল আহমেদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী সভায় বলেন যে, বিভিন্ন বীজ কোম্পানী বিভিন্ন ধরণের বাণিজ্যিক নাম ব্যবহার করে কৃষকদের কাছে হাইব্রিড ধান বীজ বিক্রয় করছে। ফলে কৃষক নাম নিয়ে অনেক সময় বিভ্রান্তি এবং প্রতারণার শিকার হচ্ছে। তাই হাইব্রিড ধানের বাণিজ্যিক নামকরণ সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে করলে কৃষক উক্ত কোম্পানীকে সহজে চিনতে পারবে এবং কৃষক প্রতারণা থেকে রক্ষা পাবে। সভায় তিনি আরও বলেন যে, এনএসবির ৭৫তম সভায় এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত রয়েছে। সভায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি বলেন যে, আমদানিতব্য হাইব্রিড ধান বীজের মূল কোম্পানীর বাণিজ্যিক কারণে Patent নামের পাশাপাশি অন্য কোন নাম দেয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি থাকে সেক্ষেত্রে মূল্য কোম্পানীর দেয়া নামেই হাইব্রিড ধান বাজারজাতকরণে আমাদের দেশের কোম্পানীদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সভায় আলোচনা হয় যে, ইতোপূর্বে বিভিন্ন নামে হাইব্রিড ধানের যে নামকরণ হয়েছে সে বিষয়ে কোন আপত্তি নেই কিন্তু নতুন জাতের ক্ষেত্রে কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে হাইব্রিড ধানের নামকরণ করতে হবে। প্রয়োজনে আজকের সভায় প্রস্তাবিত নামসমূহ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নামকরণ করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ১) ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে ৭টি জাত সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলোঃ

(১) কোয়ালিটি সীড কোং এর কোয়ালিটি সীড হাইব্রিড ধান-১ (WHTSC-1) জাতটি চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কো নং এইচ-৭৬২ ও এইচ-৮২৭।

(২) পেট্রোকেম এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর হাইব্রিড ধানের জাতটি 27P31(Pioneer 27P31) নামের পরিবর্তে পেট্রোকেম এগ্রো হাইব্রিড ধান-১৪ (Pioneer 27P31) নামকরণ করা হলো। এ জাতটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ ৭৪৬ ও এইচ-৮৩৮)।

(৩) কৃষিবিদ ফার্ম লিঃ এর কৃষিবিদ ফার্ম হাইব্রিড ধান-১ (KRF-901) জাতটি ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ- ৭২৮ ও এইচ-৮১২)।

(৪) লিলি এন্ড কোং এর লিলি সুগন্ধি হাইব্রিড ধান-১ (CNR-203) জাতটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- ৭৪৭ ও এইচ-৭৯৭)।

(৫) ইস্পাহানী ফুডস লিঃ এর হাইব্রিড ধানের জাতটি দূর্জয় নামের পরিবর্তে ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-১ (IS 30) নামকরণ করা হলো। এ জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধণের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭২৩ ও এইচ-৮৩৪)।

(৬) মেসার্স সুপার সীড কোং নামের পরিবর্তে মেসার্স রাইজিং সান সীড কোম্পানী লিঃ নামকরণ এবং সুপার-১ হাইব্রিড ধান (JF-901) এর পরিবর্তে রাইজিং সান হাইব্রিড ধান-১ (JF-901) নামকরণ করা হলো। এ জাতটি ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৯১ ও এইচ ৮৩৫)।

(৭) কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এর যমুনা-২ (QDR-7) নামের পরিবর্তে কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (KBP-1) হাইব্রিড ধান-১(QDR-7) নামকরণ করা হলো। এ জাতটি ঢাকা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭১৭ ও এইচ-৮০৩)।

শর্তসমূহ ঃ

শর্ত-১ ঃ এক বছরের জন্য আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে এসসিএ-এর পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণ দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত-২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত-৩ ঃ বীজের গুনাগুণ পরীক্ষার নির্মিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত-৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য সূচী ৫ (ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করতে হবে।

২) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে ৩ বছরের পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে দুই বছরের (Best Two) গড় ফলন বিবেচনায় এনে চেকজাত থেকে ২০% এর বেশী হওয়ায় নিম্নবর্ণিত ০৬ টি জাত অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলোঃ

(১) বায়ার ক্রপ সায়েন্স লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত অ্যারাইজ তেজ (H 96110) হাইব্রিড জাতটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৪৭৪ ও এইচ-৮১৭)।

উল্লেখ যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, যশোর রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(২) গেটকো এগ্রাভিশন লিঃ এর পুনঃ ট্রায়াকৃত সচ্চল (RN001) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৪৪ ও এইচ-৮৩৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(৩) ইস্পাহানী মার্শাল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত নবীন (IS-1) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৯৬ ও এইচ-৮২৩)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(৪) ইস্পাহানী মার্শাল লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত দূর্বার (IS-2) হাইব্রিড জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৬৯৮, এইচ-৮২৯)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(৫) ব্র্যাক এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত শক্তি-৩ (ব্র্যাক-৬) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ এবং রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৪৫০, এইচ-৭৫৪ ও এইচ-৭৯৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(৬) মালিক এন্ড মালিক সীড কোং এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মালিক-১ (FL-2000-6) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭২২ ও এইচ-৮০০)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং আমদানীকৃত আলুর ছয়টি সারি/জাত যথা (1) 4.45 W (2) 5.183 (3) Agila (4) Altas (5) Elgar ও Steffi যথাক্রমে বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১, বারি আলু-৪২, বারি আলু-৪৩, বারি আলু-৪৪ ও বারি আলু-৪৫ নামে নিবন্ধিকরণ ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং আমদানীকৃত আলুর ছয়টি সারি/জাত যথা (1) 4.45 W (2) 5.183 (3) Agila (4) Altas (5) Elgar ও Steffi যথাক্রমে বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১, বারি আলু-৪২, বারি আলু-৪৩, বারি আলু-৪৪ ও বারি আলু-৪৫ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলো।

ঘ) বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত P.83-23 কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ-৪১ হিসেবে ঢাকা অঞ্চলে ছাড়করণঃ

আলোচনা ঃ ড. শেখ আব্দুল মান্নান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএসআরআই সভায় বলেন যে, প্রস্তাবিত বিএসআরআই আখ-৪১ জাতের কাণ্ড (Stalk) লম্বা, মোটা আকারের, রং Pinkish green এবং পর্ব মধ্য (Internode) সিলিন্ডার (Cylindrical) আকৃতির। কান্ড নরম এবং ফাঁপা (Pipe) দেখা যায়। কর্কি প্যাচ (Coreky patch), আইভরি মার্কিং (ivory marking) এবং বাড গ্রুপ (bud grove) দেখা যায়। পাতা মাঝারি চওড়া ও গাঢ় সবুজ রঙ এর। কচি পাতা খাড়া তবে অধিকাংশ পুরাতন পাতা হেলে পড়ে। পাতার খোলে হুল দেখা যায় না। ভিতরের অরিকল (inner auricle) ল্যানসিওলেট (lanceolae) এবং বাহির অরিকল (Outerauricle) ডেলটয়েড (deltoid) আকৃতির। এ জাতের ইক্ষুতে মাঝে মাঝে ফুল দেখা যায়। পরীক্ষাকালিন সময়ে ঈশ্বরদী ৪১, ঈশ্বরদী ২৪ ও সিও ২০৮ এ হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ১০৮.৩১-১৫৯.২৪,৮৭.৮৩-১০৭.৩০ এবং ৫৭.৭৯-৬৭.৫৩ টন পর্যন্ত পাওয়া গেছে। গুড়ের গুণগত মান ভাল। ইহা একটি মাধ্যম পরিপক্ক জাত। জাতটির খরা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশি। উক্ত জাতটি ২০০৯-১০ মৌসুমে ঢাকা অঞ্চলের ৩টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৩টি স্থানেই জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন পক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত P.83-23 কৌলিক সারিটি বিএসআরআই আখ-৪১ হিসেবে ঢাকা অঞ্চলে ছাড়করণ করা হলো।

ঙ) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত PBRC-37 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১০ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণঃ

আলোচনা ঃ ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম সভায় উল্লেখ করেন যে, বিনার বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত বিনাধান-১০ এর কৌলিক সারিটি ইরি-বিনা সহযোগিতার আওতায় সংগ্রহ করা হয়। কৌলিক সারিটি প্রজনন প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে লবণাক্ত (১০-১২ ডিএস/মিটার) এলাকায় এবং লবনমুক্ত স্বাভাবিক জমিতে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় এবং চেক জাত বিনাধান-৮ এর চেয়ে ৫-১০ দিন আগে পাঁকায় জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয। ধানের দানা লম্বা ও মাঝারী। পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সে.মি.। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১২৮-১৩৩ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৪.৫ গ্রাম। জাতটি লবণ সহিষ্ণু এবং আলোক অসংবেদনশীল জাত বলে দেশের লবণাক্ত অঞ্চলে ও স্বাভাবিক জমিতে বোরো ও আমন দুই মৌসুমেই রোপন করা যায় এবং লবনাক্ত অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৫.০-৫.৫ টন ও লবণাক্ত না হলে ৭.৫-৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত PBRC-37 কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১০ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

চ) হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি (সংশোধিত) অনুমোদন ঃ

আলোচনা ঃ সদস্য-সচিব সভায় বলেন যে, জাতের finger print সংক্রান্ত তথ্য না থাকায় বিদেশ থেকে একই জাতের হাইব্রিড ধান বীজ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কোম্পানী বাংলাদেশে আমদানি করছে। এছাড়া কোন কোন জাত অঞ্চলওয়ারী চাষাবাদের জন্য অনুমোদন পেলেও বাংলাদেশ ব্যাপী চাষাবাদ হচ্ছে। তাই হাইব্রিড ধানের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনা করে রোগ-বালাই, পোকা মাকড়ের প্রবণতা, মৌসুম, ফলন, চেক জাত, জীবন কাল প্রভৃতি বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে এনএসবির কারিগরী কমিটি প্রণীত হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি অধিকতর সংশোধন করা প্রয়োজন। বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য কারিগরী কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া সভায় কৃষি সংক্রান্ত টেকনিক্যাল বিষয়সমূহের জন্য প্রয়োজনে কারিগরী কমিটি পৃথক সভা করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট জাতের finger print, রোগ-বালাই, পোকা-মাকড়ের প্রবণতা, উৎপাদন মৌসুম, অঞ্চল, ফলন, চেক জাত, জীবন কাল প্রভৃতি বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি এনএসবির কারিগরী কমিটির কর্তৃক প্রণীত হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি অধিকতর সংশোধন করে পরবর্তী এনএসবির সভায় উপস্থাপন করবে।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ বিবিধ

আলোচনা ঃ

(১) এফ আর মালিক, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েন বলেন যে, পূর্বে আমাদের দেশে বীজ সংক্রান্ত অনেক সংগঠন থাকলেও বর্তমানে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন নামে একটি সংগঠন রয়েছে এবং বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের ব্যানারে আমরা দেশে-বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করছি। তাই জাতীয় বীজ বোর্ডের ন্যায় সরকারের কৃষি সেক্টরের সকল পর্যায়ে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত করার জন্য সভার সভাপতিকে অনুরোধ করেন।

(২) এছাড়া সভায় আলোচনা হয় যে, গত বছর ইউরোপের দেশসমূহ থেকে ৮৫০০ মেঃ টন আলু বীজ আমদানি হয়েছিলো। এ বছর ইউরোপের দেশসমূহ থেকে বীজ আলু আমদানির জন্য মোট ২৪টি কোম্পানীর আবেদনের বিপরীতে ১৭৫০০ মেঃ টন আলু বীজ আমদানির আই পি (Import permit) দেয়া হয়েছে। ২/১ বীজ কোম্পানী চীন থেকে ডায়ামন্ট জাতের বীজ আলু আমদানির জন্য আবেদন করলে বীজ আলুর উৎস (Origin) ও গুনাগুণের কথা বিবেচনা করে তা বাতিল করা হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ আলুর জাতের উৎস হচ্ছে ইউরোপিয়ান দেশসমূহ। তাই আলুর গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমাদের দেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়কৃত আলুর জাত বিদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে ইউরোপের জাতগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয়ে সভায় গুরুত্ব দেয়া হয়।

(৩) জাত্রফা বীজ বিদেশ থেকে আমদানির বিষয়টি জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করলে তা আমাদের দেশের মাটি ও পরিবেশের কথা বিবেচনা করে আপাতত জাত্রফা বীজ আমদানির না করার জন্য সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বেসরকারি সেক্টর থেকে বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন-কে কৃষি সেক্টরের সকল পর্যায়ে প্রতিনিধি রাখা হবে। এ বিষয়ে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করবে।
(খ) আলুর গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিবন্ধনকৃত আলুর জাত বিদেশ থেকে আমদানির ক্ষেত্রে ইউরোপের জাতসমূহ অগ্রাধিকার পাবে।
(গ) দেশের মাটি ও পরিবেশের কথা বিবেচনা করে জাত্রফা বীজ বিদেশ থেকে আমদানি করার সুযোগ নেই।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(মনজুর হোসেন)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

১৭/০৯/১২ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকাঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/ প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১	ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল	ডিজি, বি এ আর আই	অস্পষ্ট
২	ড. মোঃ কামাল উদ্দিন	মহাপরিচালক, বিজে আর আই	অস্পষ্ট
৩	মোঃ খায়রুল বাশার	মহাপরিচালক, বিএসআরআই	অস্পষ্ট
৪	ড. শেখ আব্দুল মান্নান	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বিএসআরআই	অস্পষ্ট
৫	এ.এইচ ইকবাল আহমেদ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	অস্পষ্ট
৬	ড. এম. এ সাত্তার	মহাপরিচালক, বিনা, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
৭	ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম	পিএসও, বিনা ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
৮	ড. আবুল কালাম আযাদ	সি এস ও (শস্য) ও সদস্য পরিচালক (শস্য)	অস্পষ্ট
৯	মোঃ হাবিবুর রহমান	অতিঃ পরিচালক, (সম্প্রসারণ) পক্ষে- পরিচালক, সজউ, ডি,এই	অস্পষ্ট
১০	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহঃ বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
১১	মোঃ বেলায়েত হোসাইন	সিইও, গ্রোবাল এগ্রোঃ রিসোর্সেস ইনকর্পোরেশন	অস্পষ্ট
১২	সৈয়দ কামরুল হক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/ প্রতিনিধির নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১৩	মোঃ মুকছেদুর রহমান	সংগনিরোধ রোগতত্ত্ববিদ কৃষি সম্প্রঃ অধিদপ্তর পক্ষে- পরিচালক, পিপি, উইং	অস্পষ্ট
১৪	এফ আর মালিক	সভাপতি, বিএসএ	অস্পষ্ট
১৫	ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন	অতিরিক্ত পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
১৬	মোঃ দেলোয়ার হোসেন মোল্লা	পিএসও, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পক্ষে- পরিচালক	অস্পষ্ট
১৭	ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু	এসএস ও, টিসিআরসি বিএআরআই	অস্পষ্ট
১৮	ড. শামসুন নূর	পরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই	অস্পষ্ট
১৯	মোঃ আজিম উদ্দিন	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২০	ড. মোঃ শমসের আলী	পরিচালক (গবেষনা)	অস্পষ্ট
২১	ওয়ায়েস কবীর	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
২২	আনোয়ার ফারুক	অতিঃ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৩	ড. হেলাল উদ্দিন আহম্মেদ	সিএসও এবং প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ব্রি-গাজীপুর	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) ৭৯তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) সভাপতি ও কৃষি সচিব মনজুর হোসেনের সভাপতিত্বে গত ২০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১২.৩০ ঘটিকায় এনএসবি-র ৭৯ তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ১৭/০৯/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৭৯তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভা বিগত ১৭/০৯/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ২০/০৯/২০১২ তারিখ, ১২.০৯৭.০০৩.০২.১২৯.২০১২-২৪৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। অধ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৭৮তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ ভারত থেকে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ

আলোচনা ঃ সভায় সদস্য-সচিব বলেন যে, পাট একটি notified crop বিধায় প্রতি বছর ভারত থেকে পাট বীজ আমদানির জন্য এনএসবি মাধ্যমে আমাদনির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বৃষ্টি নির্ভর প্রায় (৬-৬.৫) লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করা হয় এবং এতে প্রায় (৪০০০ হতে ৪৫০০) মে টন পাট বীজের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে ১০% জমিতে দেশী পাটের এবং ৯০% জমিতে তোষা পাটের আবাদ হয়। এছাড়া প্রায় ৩০ হাজার হেঃ জমিতে মেস্তার চাষাবাদ হয়। সদস্য সচিব সভায় আরোও অবহিত করেন যে, গত ১৪/০২/২০১৩ তারিখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারের জন্য ১০০০(এক হাজার) মে. টন জেআরও-৫২৪ জাতের প্রত্যয়িত মানের পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র দেওয়া হয়েছে।

(খ) চেয়ারম্যান, বিএডিসি বলেন যে, এ বছর বিএডিসি দেশী, তোষা এবং ক্যারিওভার মিলে সর্বমোট ৯৪১ (৬৪+৬৭৪+২০৩) মেঃ টন পাট বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করতে পারবে। সদস্য-পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি বলেন যে, কৃষক পর্যায়ে ভালো মানের বীজ সরবরাহ এবং বাজার স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ন্যায় বিএডিসি-কেও ২০০-২৫০ মেঃ টন প্রত্যয়িত মানের পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির অনুমতি দেয়া যেতে পারে। সভায় আলোচনা হয় যে, সরকারি পর্যায়ে আমদানিতব্য পাট বীজের গুণাগুন বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানিকৃত প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনকারী ভারতীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামসহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকতে হবে।

উক্ত আমদানিতব্য বীজ বিড়ম্বনা ব্যতীত বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে সেলক্ষ্যে port of entry, বেনাপোল (যশোর) স্থল বন্দর ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া আরোও আলোচনা হয় যে, সরকারি পর্যায়ে আমদানিতব্য পাট বীজের আইপি (Import permit) বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে হস্তান্তর (transfer) করা যাবে না।

(গ) সভায় বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন যে, বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিতব্য পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে port of entry গতবারের ন্যায় বেনাপোল (যশোর) এবং বুড়িমারী (লালমনিরহাট) স্থল বন্দর ব্যবহার করা যেতে পারে। সভাপতি আরোও বলেন যে, পাট বীজের গুণাগুন বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানিকৃত প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও আমদানিকারক কোম্পানির ঠিকানা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া তিনি ১০০০ মেঃ টন মেস্তা পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির প্রস্তাব করেন।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইন (Guidelines) প্রণয়ন।

আলোচনা ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং সভায় বলেন যে, আলু চাষের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ভাইরাস মুক্ত বীজের সহজ প্রাপ্যতা। ভাইরাস মুক্ত এবং রোগবালাই মুক্ত বীজ আলু উৎপাদন করতে বায়োটেকনোলজীর বিকল্প নেই। তাই টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উন্নত মানের বীজ আলু উৎপাদন করে দেশকে আলু বীজ আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনা সম্ভব। বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে বিএডিসি এবং বারি আলু উৎপাদন করছে যা চাহিদার তুলনায় নগন্য। তাছাড়া বেসরকারি পর্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন করছে। অনেক সময় এসব টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের মান নিয়ে চাষী পর্যায়ে নানা রকম অভিযোগ শোনা যায়। বর্তমানে টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সরকারিভাবে কোন গাইডলাইনস (Guidelines) না থাকায় এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজ চাষ করে চাষিদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে উৎপাদিত বীজের গুণগত মান রক্ষার জন্য আলু বীজ উৎপাদনের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট সেক্টর, এনজিও, ব্যক্তি উদ্যোক্তা এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গাইডলাইনস (Guidelines) প্রণয়ন করা জরুরী।

সিদ্ধান্ত-১ ঃ ভারত থেকে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারন

(ক) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে ভারত হতে ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) মেঃ টন ভারতীয় জেআরও-৫২৪(নবীণ) জাতের তোষা, যা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়িত (certified) পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো। প্রয়োজনে পরিমাণ পরবর্তীতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। Import permit- মেয়াদ ৬০ দিন হবে।

(খ) বেসরকারি পর্যায়ে ভারত হতে আমদানিতব্য পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে port of entry বেনাপোল (যশোর) এবং বুড়িমারী (লালমনিরহাট) স্থল বন্দর হবে। বর্ণিত স্থল বন্দর দিয়ে এ বছর ভারত থেকে ১০০০ (এক হাজার) মেঃ টন মেস্তা বীজ আমদানি করা যাবে। বীজের গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানিকৃত/পাট/মেস্তা বীজের প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও আমদানিকারক কোম্পানির নাম-ঠিকানা স্পষ্ট আকারে উল্লেখ থাকতে হবে।

(গ) চলতি বছর সরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)- কে ভারত হতে ২৫০(দুইশত পঞ্চাশ) মেঃ টন ভারতীয় জেআরও-৫২৪ (নবীণ) জাতের তোষা (certified) পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো।

(ঘ) গত ১৪/০২/২০১৩ তারিখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারের জন্য ১০০০ (এক হাজার) মেঃ টন জেআরও-৫২৪ জাতের প্রত্যয়িত মানের পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির লক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র দেয়া হয়েছে। আজকের সভায় উক্ত সম্মতিপত্রের ভূতপূর্ব অনুমোদন নিশ্চিত করা হলো; তবে

(ঙ) সরকারি পর্যায়ে (বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বিএডিসি কর্তৃক) আমদানিতব্য পাট বীজের গুণাগুন বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানিকৃত প্যাকেটের গায়ে ভারতের উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম এবং port of entry বেনাপোল (যশোর) স্থল বন্দর ব্যবহার করতে হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিতব্য পাট বীজের আইপি-এর (import permit) মেয়াদ দুই সপ্তাহ হবে এবং এই IP বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ীদের নিকট হস্তান্তর (Transfer) করা যাবে না।

(চ) কমিটি আগামী ২ (দুই) সপ্তাহ পর পুনরায় সভায় মিলিত হয়ে সর্বশেষ অবস্থা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত - ২ ঃ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস (Guidelines) প্রণয়ন ঃ

(ক) আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস (Guidelines) প্রণয়ের লক্ষ্যে পরিচালক, টিসিআরসি, বারি-কে আহ্বায়ক করে নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ

(১) পরিচালক, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর.. আহ্বায়ক
(২) ড. মোঃ রেজাউল করিম, উপ-পরিচালক (মান নিয়ন্ত্রন), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা-১০০০............ সদস্য
(৩) প্রতিনিধি (উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং), ডিএই, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।................................. সদস্য
(৪) ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সিএসও, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর... সদস্য
(৫) জনাব মোঃ হাসান কবির, সিনিয়র ট্রেনিং অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী (এসসিএ), গাজীপুর.......... সদস্য
(৬) প্রতিনিধি, জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ........... সদস্য।
(৭) সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা.. সদস্য
(৮) জনাব সুধীর চন্দ্র নাথ, কর্মসূচী প্রধান (কৃষি খাদ্য ও নিরাপত্তা), ব্র্যাক, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২..... সদস্য

(খ) উক্ত কমিটি টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস (Guidelines) প্রণয়ন করে অতিসত্বর কারিগরী কমিটির নিকট দাখিল করবে। কমিটি প্রয়োজনে একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(মনজুর হোসেন)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০ তম সভার কার্যবিবরণী

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলামের সভাপতিত্বে গত ২৬/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বেলা ০২.৩০ ঘটিকায় এনএসবি এর ৮০তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ২০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ঃ

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব ও অতিরিক্ত সচিব, মহা-পরিচালক (বীজ উইং) কে ৮০ তম সভার কার্যপত্রানুয়ায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, এনএসবির ৭৯ তম সভা বিগত ২০/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ৭৯তম সভার কার্যবিবরণী গত ২৬/০২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে, ১২.০৯৭.০০৬.০০১৩০.২০১৩-০৩২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অদ্যাবধি এ বিষয়ে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় ৭৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৯তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ ঃ

সদস্য সচিব সভাকে বলেন যে, বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে Tissue Culture Lab এর মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদন করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশ থেকেও বীজ আলু আমদানি করা হচ্ছে। আমদানিকৃত বীজ আলুর সাথে আমাদের দেশে উৎপাদিত বীজ আলুর শ্রেণির মিল নেই। এ বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক বলেন যে, মৌল বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান NARS ব্যাতিরেকে অন্যদের উৎপাদিত বীজ আলুকে ব্রিডার বীজ বলা ঠিক হবে না। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি সভাকে জানান যে, বিএডিসির Tissue Culture Lab. এ উৎপাদিত বীজকে ব্রিডার বীজ মানের বলা যায়। আলোচনায় অংশ নিয়ে সুপ্রিম সীড কোম্পানীর চেয়ারম্যান সভাকে জানান যে, শুধুমাত্র NARS ব্যাতিরেকে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ব্রিডার বীজ আলু উৎপাদন করতে পারবে না, এমন সীমাবদ্ধতা থাকলে ভবিষ্যতে দেশে বীজ আলুর সংকট দেখা দিতে পারে। আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধান বীজতত্ত্ববিদ সভাকে জানান যে, বর্তমান বীজ আইন ও বিধি মোতাবেক NARS প্রতিষ্ঠানের বাহিরে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ব্রিডার বীজ আলু উৎপাদন করতে পারবে না, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বিএআরসির চেয়ারম্যান জানান যে, ব্রিডার বীজ উৎপাদন উপযোগী Tissue Culture Lab. এর কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় বর্তমানে যে সকল Lab. এ বীজ উৎপাদিত হচ্ছে সেগুলোকে মানদন্ডের বিবেচনায় ব্রিডার বীজ বলা যায় না।

সিদ্ধান্ত ঃ ইতোপূর্বে Tissue Culture Lab. এর মানদন্ড নির্ণয়ের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশমালা কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপনের পর কারিগরী কমিটি বীজ আলুর শ্রেণি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশষজ্ঞ ও Stakeholder দের সাথে আলোচনা করে একটি পূর্নাঙ্গ সুপারিশমালা এনএসবির পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ

দেশে উৎপাদিত এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন ঃ

সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী দেশে উৎপাদিত এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করছে। কিন্তু প্রত্যয় করছে না। তাই এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ মানঘোষিত মানের। তিনি আরো বলেন যে, এনএসবি থেকে ১০৭টি বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন মৌসুমে আবাদ উপযোগী হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করণ করা হয়েছে। তাই এ অবস্থায় হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মাধ্যমে প্রত্যয়ন করা যায় কিনা সে বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের আলোচনার আহ্বান জানান।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বিএডিসির সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) সভাকে জানান যে, বর্তমানে মানঘোষিত মানের এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ এনএসবির নির্ধারিত মাঠমান ও বীজমান অনুসরণ করে বিএডিসি উৎপাদন করছে, তাই এ বীজের প্রত্যয়ন নেয়া হয় না। বেসরকারী কোম্পানীর প্রতিনিধি সুপ্রিম সীড কোম্পানীর চেয়ারম্যান সভাকে জানান যে, কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে এসসিএ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক বীজের প্রত্যয়ন দিতে পারেন। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ এফ-১ হাইব্রিড ধান বীজ প্রত্যয়ন বিষয়ে এসসিএ কে সকল স্টেকহোল্ডাদের মতামত নিয়ে কারিগরী কমিটির পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি সংশোধণ ঃ

সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণের সংশোধিত পদ্ধতিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটিকে পুনরায় সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামত নিয়ে পরবর্তী এনএসবির সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি এ বিষয়ে Stakeholder দের সাথে আলোচনা করে সুপারিশমালা তৈরি করে পরবর্তী এনএসবি সভায় উপস্থাপন করবে।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগের মান উন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণ ঃ

সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, দেশে বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও বিপনণ কার্যক্রমে একটি প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং গুণগত মানসম্পন্ন বীজের চাহিদা ও ক্রমাগত বেড়ে চলছে। এ অবস্থায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বর্তমানে এসসিএর প্রত্যয়ন ট্যাগও নকল করে বাজারে বীজ বিক্রয় করছে। ফলে চাষীরা প্রতারণার স্বীকার হচ্ছে। তাই এসসিএকে সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি সভা করে নতুন ট্যাগের নমুনা প্রস্তুত করতে বলা হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে পরিচালক, এসসিএ নতুন ট্যাগের নমুনা উপস্থাপন করেন এবং এর নকল প্রতিরোধী গুণাবলী বর্ণনা করেন। বিএডিসির চেয়ারম্যান মহোদায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে প্রস্তুতকৃত নমুনাটি নকল প্রতিরোধে ভূমিকা রাখবে বলে জানান এবং পরবর্তীতে কোন সমস্যা দেখা দিলে নতুন প্রেক্ষাপটে নতুনভাবে ট্যাগ তৈরি করা যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সকলে একই মত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত নমুনা ট্যাগ মোতাবেক আগামী মৌসুম থেকে এসসিএ ট্যাগ সরবরাহের কার্যকরী ব্যবস্থা নিবে।

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ

স্থানীয় জাতের ধান ও আলু বীজ বাজারজাতকরণ এবং নন-নোটিফাইড ফসল হিসেবে নিবন্ধীকরণ ঃ

সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ধান ও আলু নোটিফাইড ফসল; তাই নোটিফাইডকে ডি-নোটিফাইড ফসল করার সুযোগ নেই। তিনি আরো বলেন যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান Land Race জাতগুলোর বীজ প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎপাদন ও বাজারজাত করতে পারে। বিএডিসির চেয়ারম্যান আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন স্থানীয় জাতগুলো এমনিতেই যার যার প্রয়োজনমত চাষীরা উৎপাদন ও এর ব্যবহার করছে। তবে স্থানীয় জাতগুলোর মধ্য হতে নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাতকে বিভিন্ন কোম্পানী বাজারজাত করতে পারে। ব্রির প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, স্থানীয় জাতগুলো ব্রির জীন ব্যাংকে সংরক্ষিত আছে। মহাপরিচালক ব্রি সভাকে জানান-প্রয়োজনে ব্রি জাতগুলোর বীজ বর্ধন করতে পারবে। সভায় উপস্থিতি সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ স্থানীয় ধান ও আলুর জাত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রচলিত পদ্ধতিতে বাজারজাত করতে পারবে।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ

২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেক জাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর অ্যারাইজ ধানী গোল্ড (বায়ার হাইব্রিড-৪) জাতটি ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধন ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধান বীজ আমদানি ও বাজারজাতকরণের শর্তপূরণ সাপেক্ষে জাতটি সাময়িকভাবে কারিগরী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিবন্ধন দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭১তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রস্তাবিত যথাক্রমে বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২ এবং বিনা ধান-১৩ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ ঃ

সভাপতি মহোদয় প্রতিকূলতা সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন, স্বল্প জীবনকাল ও আমন মৌসুমে আবাদযোগ্য উচ্চফলনশীল ০২টি জাত ও ০১টি সুগন্ধি আমান জাত উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানিয়ে ০৩টি জাতের বিষয়ে আলোচনার আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিনার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী এবং মহাপরিচালক জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য ফলন, জীবনকাল এবং জলমগ্ন অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশে ফলন এবং সাধারণ পরিবেশে ফলনের বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও কারিগরী কমিটির সুপারিশকৃত ০৩টি কৌলিক সারি যথা (১) Ciherang-Sub-1 (IR09F436) (২) Samba Mahsuri-Sub-1 (IR07F287 (৩) KD_5-18-150 যাথাক্রমে বিনা ধান-১১, বিনা ধান-১২ এবং বিনা ধান-১৩ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৯ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭১ তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), জয়দেবপুর, গাজীপুর কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের তিনটি জাত যথাক্রমে ব্রি ধান-৫৯, ব্রি ধান-৬০ এবং ব্রি ধান-৬১ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণঃ

আলোচনা ঃ সভাপতি মহোদয় লবণাক্ততা সহিষ্ণু, স্বল্প জীবনকাল ও বোরো মৌসুমে আবাদযোগ্য উচ্চফলনশীল ০৩টি ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানিয়ে ০৩টি জাতের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে আলোচনার আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্রির সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী এবং মহাপরিচালক জাতের বৈশিষ্ট্য, ফলন, জীবনকাল এবং লবণাক্ত অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশে ফলন এবং সাধারণ পরিবেশে ফলনের বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), জয়দেবপুর, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত ও কারিগরী কমিটির সুপারিশকৃত ধানের তিনটি কৌলিক সারি যথা (১) BW328 (২) BR7323-4B-1 (৩) BR7105-4R-2 যথাক্রমে ব্রি ধান-৫৯, ব্রি ধান-৬০ এবং ব্রি ধান-৬১ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১০ ঃ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), জয়দেবপুর, গাজীপুর এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ০১টি জাত বারি আলু-৪৬ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ সভাপতি মহোদয় উচ্চফলনশীল আলুর জাত উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানিয়ে জাতটির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে আলোচনার আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বারির সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী জাতের বৈশিষ্ট্য, ফলন, জীবনকাল এবং নাবী ধ্বসা রোগ প্রতিরোধীর ব্যাখ্যা দেন। এছাড়াও তিনি প্রস্তাবিত বারি আলু-৪৭ জাতটি অধিক ফলনশীল ও নাবী ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী হওয়ায় ছাড়করণের প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), জয়দেবপুর, গাজীপুর এর কন্দাল ফসল গেবষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত ও কারিগরী কমিটির সুপারিশকৃত আলুর সারি LB7(393371.58) বারি আলু-৪৬ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো। বারি আলু-৪৭ জাতটির বিষয়ে পুনরায় কারিগরী কমিটির মতামতসহ পরবর্তী এনএসবির সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।

আলোচ্যসূচী-১১ ঃ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত পাটের দুইটি জাত যথাক্রমে বিজেআরআই তোষাপাট-৬ এবং বিজেআরআই দেশী পাট-৮ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ সভাপতি মহোদয় পাটের ০২ টি জাত উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানিয়ে জাতটির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে আলোচনার আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিজেআরআই এর সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী জাতের বৈশিষ্ট্য, ফলন, জীবনকাল, স্বল্প মেয়াদী ও লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতার বিষয়ে বর্ণনা দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত ও কারিগরী কমিটির সুপারিশকৃত পাটের দুইটি সারি O-3820 ও BJC-2197 যথাক্রমে বিজেআরআই তোষাপাট-৬ এবং বিজেআরআই দেশী পাট-৮ হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১২ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭২ তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), জয়দেবপুর, গাজীপুর কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের জাত ব্রি ধান-৬২ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণঃ

আলোচনা ঃ সভাপতি মহোদয় সবচেয়ে স্বল্প জীবনকাল ও উচ্চ মাত্রার জিংক সম্পন্ন এবং আমন মৌসুমে আবাদযোগ্য উচ্চফলনশীল ধানের জাতটি উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানিয়ে জাতটির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে আলোচনার আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে ব্রির সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী এবং মহাপরিচালক জাতের বৈশিষ্ট্য, জীবনকাল এবং ফলনের ব্যাখ্যা দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), জয়দেবপুর, গাজীপুর কর্তৃক উদ্ভাবিত ও কারিগরী কমিটির সুপারিশকৃত ধানের কৌলিক সারিটি BR7517-2R-27-3 ব্রি ধান-৬২ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১৩ ঃ

জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৭২ তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক প্রস্তাবিত ধানের জাত বিনা ধান-১৪ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণঃ

আলোচনা ঃ সভাপতি মহোদয় বোরো মৌসুমে আবাদযোগ্য উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ জানিয়ে জাতটির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীকে আলোচনার আহ্বান জানান। আলোচনায় অংশ নিয়ে বিনার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী এবং মহাপরিচালক জাতের বৈশিষ্ট্য, ফলন, জীবনকাল এবং ফলনের ব্যাখ্যা দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও কারিগরী কমিটির সুপারিশকৃত ধানের কৌলিক সারি RM(1)-200(C)-1-10 বিনা ধান-১৪ হিসেবে বোরো মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১৪ ঃ

০৫ কেজির ব্যাগে ধান বীজ বাজারজাতকরণ ঃ

আলোচনা ঃ সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, কয়েকটি কোম্পানী ০৫ কেজির ব্যাগে ধান বীজ বাজারজাতকরণের জন্য আবেদন করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। বেসরকারী বীজ কোম্পানীর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, কত কেজি ব্যাগে বীজ বাজারজাত করবে তা কোম্পানীগুলোর নিজস্ব বিপনণ কৌশলের উপর নির্ভর করবে। সভায় উপস্থিত সকলে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কোম্পানিগুলো নিজস্ব বিপনণ কৌশল মোতাবেক চাষীদের সুবিধানুযায়ী বীজ প্যাকেট করে বাজারজাত করতে পারবে।

আলোচ্যসূচী-১৫ ঃ

ভিত্তি এফ-১ থেকে ভিত্তি এফ-২ ধান বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ঃ

আলোচনা ঃ সদস্য সচিব সভাকে জানান যে, কয়েকটি কোম্পানী ভিত্তি এফ-১ থেকে ভিত্তি এফ -২ ধান বীজ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি এ বিষয়ে প্রচলিত আইন ও বিধি পরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় সুপারিশ আকারে উপস্থাপন করবে।

অবশেষে সচিব মহোদয় নতুন জাত উদ্ভাবনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞানীদের আবারো আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, আমাদের Ultimate User কৃষক পর্যায়ে নব উদ্ভাবিত জাতগুলোর দ্রুত বিস্তার ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় বুকলেট, লিফলেট, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও প্রচার-প্রচারনা চালাতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্রি, বারি ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্টানের সাথে ডিএই, বিএডিসি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে জাতগুলোকে জনপ্রিয় এবং বীজ বর্ধন করে আগামী মৌসুম থেকে চাষী পর্যায়ে বিতরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ এখনই নিতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড.এস এম নাজমুল ইসলাম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০ তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগনের স্বাক্ষরের তালিকা।

তারিখ ঃ ২৬/০৮/২০১৩ খ্রিঃ সময় ঃ বেলা ০২.৩০ ঘটিকা।
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্রঃ নং-	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বাক্ষর
০১	জহির উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	অস্পষ্ট
০২	ওয়ায়েস কবীর	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
০৩	ড. এম. এ. সাত্তার	মহাপরিচালক, বিনা, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
০৪	মোঃ আব্দুল লতিফ	নির্বাহী পরিচালক, সিডিবি	অস্পষ্ট
০৫	এ এইচ ইকবাল আহমেদ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	অস্পষ্ট
০৬	মোঃ নুরুজ্জামান	সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)	অস্পষ্ট
০৭	মোঃ আবু হানিফ মিয়া	পরিচালক, পিপি ডব্লিউ, ডিএই	অস্পষ্ট
০৮	মোঃ আবুল হাসেম	উপ পরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ী	অস্পষ্ট
০৯	ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই, জয়দেবপুর	অস্পষ্ট
১০	ড. মুহাম্মদ হোসেন	সিএসও, বিএআরআই, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১১	ড. হেলাল উদ্দিন আহম্মদ	সিএসও এবং প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১২	ড. শেখ আব্দুল মান্নান	সিএসও এন্ড প্রজনন বিভাগ, বিএস আরআই	অস্পষ্ট

ক্র ঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বাক্ষর
১৩	মোহাম্মদ হোসেন	পরিচালক (কৃষি) বিজেআরআই	অস্পষ্ট
১৪	ড. ছোলায়মান ফকির	প্রফেসর, বাকৃবি ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
১৫	ড. মোঃ রেজাউল করিম	উপ পরিচালক (কিউসি), আলু বীজ, বিএডিসি	অস্পষ্ট
১৬	ড. খোঃ মোঃ ইফতেখারুদ্দৌল	পিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি	অস্পষ্ট
১৭	ড. পার্থ এস. বিশ্বাস	পিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি	অস্পষ্ট
১৮	ড. শামছুন্নাহার বেগম	এসএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিনা	অস্পষ্ট
১৯	ড. মোঃ তারিফুল ইসলাম	পিএসও, বিনা, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
২০	মোঃ মাসুম	চেয়ারম্যান সুপ্রিম সীড কোঃ লিঃ	অস্পষ্ট
২১	ড. মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ	পিএসও, বিনা, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
২২	মোঃ আজিম উদ্দিন	সিএসটি, সীড উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৩	ড. মোঃ সাইদুল ইসলাম	মহাপরিচালক, ব্রি	অস্পষ্ট
২৪	মুকুল চন্দ্র রায়	মহাপরিচালক, ডিএই	অস্পষ্ট
২৫	আনোয়ার ফারুক	অতিঃ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৬	এফ আর মালিক	প্রতিনিধি, বিএসএ	অস্পষ্ট
২৭	মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহঃ বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ৮১ তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ **ড. এস এম নাজমুল ইসলাম**
সভার তারিখ ঃ ০৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ খ্রিঃ
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট- 'ক' দ্রষ্টব্য।

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) সভাপতি ও কৃষি সচিব ড.এস এম নাজমুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে গত ০৩/০২/২০১৪খ্রিঃ তারিখ বেলা ২.৩০ ঘটিকায় এনএসবি-র ৮১তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভার উপস্থিতি তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ২৮/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভার কার্যবিবরণ নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৮১তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০তম সভা বিগত ২৮/০৮/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ০২/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ, ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১৩০.২০১৩-১২৯ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ ৮০তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ ভারত থেকে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ।

আলোচনা ঃ

(ক) সভার সদস্য সচিব বলেন, পাট একটি Notified Crop বিধায় প্রতি বছর ভারত থেকে পাট বীজ আমদানি জন্য এনএসবির মাধ্যমে পাট বীজ আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। দেশে বৃষ্টি নির্ভর প্রায় ৭.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করা হয় এবং এতে প্রায় ৫,০০০ মে. টন পাট বীজের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বছর ব্যাপী শাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রায় ৫০০ মে. টন বীজের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে ১০% জমিতে দেশী পাটের এবং ৯০% জমিতে তোষা পাটের আবাদ হয়। অন্যদিকে ৩০ হাজার হেঃ জমিতে মেস্তার চাষাবাদ হয়। সে হিসেবে তোষা পাটের প্রায় ৪০০০-৪২০০ টন, দেশী পাটের ৮০০-৯০০ টন এবং মেস্তার ২৫০-৩০০ টন বীজের প্রয়োজন হয়। সদস্য সচিব সভায় আরো অবহিত করেন, গত ১০/০৯/২০১৩ তারিখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ের ব্যবহারের জন্য ১,০০০(এক হাজার) মে. টন জে আরও-৫২৪ জাতের প্রত্যায়িত মানের পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র দেয়া হয়েছে।

(খ) সভায় বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, গত বছর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ বীজ আমদানি করা হয়েছে তার কতটুকু অবিক্রিত আছে তার কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। আবার বিএডিসি-কে যদি পাট বীজ আমদানি করে তবে বেসরকারি পর্যায়ের আমাদানিতব্য বীজ বাজারজাতকরণে সমস্যা হয়। সদস্য-সচিব বলেন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমদানিকৃত বীজ কৃষকদের মাঝে উক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের মাধ্যমে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়। এটা সরকারের একটি পলিসি।

(গ) লাল তীর সীড কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাহবুব আনাম বলেন, তার জানামতে বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত বিগত বছরের কোন পাট বীজ অবিক্রিত নেই।

(ঘ) মহাপরিচালক, বিজেআরআই ও নির্বাহী চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বিএআরসি এর ড. কামাল উদ্দিন বলেন, পাট ও পাটজাত দ্রব্য ব্যবহারের উপর সরকার গুরুত্ব দেয়ায় এ বছর পাট চাষের আওতায় পরিমাণ ৭ লক্ষ হেক্টর থেকে ৭.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এবছর পাট বীজের চাহিদা গত বছরের তুলনায় বেশী হবে।

(ঙ) জনাব আতাহার আলী, সদস্য-পরিচালক, বিএডিসি বলেন, এ বছর বিএডিসি দেশী, তোষা এবং ক্যারিওভার মিলে (৫০০+৫০০+৪২০) সর্বমোট ১,৪২০ মেঃ টন পাট বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(চ) উপ-পরিচালক (সংগনিরোধ), ডিএই সভায় বলেন, ব্যবসায়ীদের ব্যবসার সুবিধার্থে প্রথমে মেস্তা বীজের এবং পরবর্তীতে পাট বীজের আইপি (Import permit) ইস্যু করলে বাজারজাতকরণ সহজ হয়। এছাড়া সভায় আরো আলোচনা হয় যে, সরকারি পর্যায়ে নিয়ম-নীতি অনুসরণপূর্বক আমদানিতব্য পাট বীজের আইপি বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ীদের মধ্যে হস্তান্তর (Transfer) করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেসরকারি পর্যায়ে ভারত হতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যায়িত (Certified) ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) মেঃ টন জে আরও-৫২৪ (নবীণ) জাতের তোষা পাট বীজ আমদানির অনুমোদন দেয়া হলো। যার Import Permit এর মেয়াদ প্রাপ্তির পর হতে ৬০ দিন হবে। প্রথমে মেস্তা বীজের এবং পরবর্তীতে পাট বীজের আইপি (Import Permit) ইস্যু করা হবে।

(খ) বেসরকারি পর্যায়ে ভারত হতে আমদানিতব্য পাট বীজের গুণগতমান অধিকতর নিশ্চিতকল্পে গত বছরের ন্যায় এবারও Port of Entry বেনাপোল (যশোর) এবং বুড়িমারী (লালমনিরহাট) স্থল বন্দর হবে। বর্ণিত স্থল বন্দর দিয়ে এ বছর ভারত থেকে ১০০০(এক হাজার) মেঃ টন মেস্তা বীজ আমদানি করা যাবে। বীজের গুণগত মান বজায় রাখার স্বার্থে আমদানিকৃত পাট বীজের প্যাকেটের গায়ে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও আমদানিকারক কোম্পানির নাম-ঠিকানা স্পষ্ট আকারে উল্লেখ থাকতে হবে।

(গ) গত ১০/০৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ব্যবহারের জন্য ১০০০ (এক হাজার) মে.টন জে আরও-৫২৪ জাতের প্রত্যায়িত মানের পাট বীজ ভারত থেকে আমদানির লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্পতিপত্র দেয়া হয়েছে। আজকের সভায় উক্ত সম্মতিপত্রের ভূতপূর্ব অনুমোদন নিশ্চিত করা হলো; তবে

(ঘ) সরকারি পর্যায়ে (বস্ত ও পাট মন্ত্রণালয়) আমদানিতব্য পাট বীজের গুণাগুন বজায় রাখার লক্ষ্যে আমদানিকৃত প্যাকেটের গায়ে ভারতের উৎপাদনকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম এবং Port of Entry বেনাপোল (যশোর) স্থল বন্দর ব্যবহার করতে হবে। যথাযথ সরকারী নিয়ম অনুসরণপূর্বক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিতব্য পাট বীজের আইপি Import Permit বেসরকারি বীজ ব্যবসায়ীদের নিকট হস্তান্তর (Transfer) করা যাবে না।

(ঙ) গত বছর ভারত থেকে আসা বিভিন্ন কোম্পানীর ব্রান্ডের পাট বীজ বাজারে পাওয়া গেছে, যাতে ব্যবহৃত বীজ প্রত্যয়ন ট্যাগ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না। চলতি বছর এ বিষয়ে পাট বীজ আমদানী ও বিপণনে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৩তম সভার সুপারিশের ভিত্তিতে বোরো হাইব্রিড ধানের ৭টি নতুন নিবন্ধিকরণ।

আলোচনা ঃ বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন, ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে (Heterosis) ২০% এর বেশী হওয়ায় বিভিন্ন কোম্পানীর ০৭টি নতুন জাতের হাইব্রিড ধানের এবং পুনর্ট্রায়াল সাপেক্ষে বোরো মৌসুমের ০২টি জাতের নিবন্ধনের জন্য আজকের সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

(খ) সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং সভায় বলেন, এসসিএ থেকে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৩তম সভার কার্যবিবরণীর সফট কপি এসসিএর এক কর্মকর্তা আমাদেরকে ই-মেইলের মাধ্যমে সরবরাহ করেন। বিগত ০২-০২-১৪ খ্রিঃ তারিখ রাতে টেলিফোনিক আলোচনায় জানা যায়, পুনট্রায়ালের ক্ষেত্রে সফট কপিতে একটি অঞ্চলের নাম অরিরিক্ত অন্তর্ভূক্ত করাসহ একটি জাতও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরূপ অসংগতির কারণে এসসিএর এক কম্পিউটার অপারেট কে শাস্তি স্বরূপ বদলি করা হয়েছে বলে এসসিএ জানান। এছাড়া তিনি আরো বলেন, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য সূচী ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামের সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে বাজারজাত করার সিদ্ধান্ত থাকলেও জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৩তম সভার সুপারিশে তার ব্যত্যয় ঘটে।

(গ) সভার সভাপতি মহোদয় বলেন, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৩তম সভার সুপারিশের হার্ডকপি ও সফট কপির মধ্যকার অসংগতির বিষয়ে এনএসবির সদস্য-সচিব উক্ত অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিবেন। সভাপতি মহোদয় আরো বলেন যে, সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর সাথে আলোচনা করে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভার আলোচ্য সূচী ৫(ঘ) এর সিদ্ধান্ত অনুসরণপূর্বক কোম্পানীর নামে সাথে মিল রেখে নিবন্ধনকৃত হাইব্রিড জাতের বাণিজ্যিক নাম সংযুক্ত করে হাইব্রিড ধানের নাম ঠিক করতে হবে।

(ঘ) মোঃ আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ সভাকে জানান, আজকের সভায় উত্থাপিত ৭টি জাতসহ ইতোপূর্বে অনুমোদিত ১০৮টি হাইব্রিডসহ বর্তমানে প্রায় ১১৫টি হাইব্রিড ধানের জাত জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অধিক মাত্রায় জাতের কারণে চাষী পর্যায়ে ভাল-মন্দ হাইব্রিড ধান বীজ নির্বাচন করতে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই Variety Identification করার জন্য সনাতন পদ্ধতি Distingness, Uniformity & Stability (DUS) Test এর পরিবর্তে মলিকুলার মার্কার (DNA Analysis) ব্যবহার করে Variety Identification করলে প্রকৃত পক্ষে জাতের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। ভবিষ্যতে এ প্রযুক্তিতে জাত নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সভাকে অনুরোধ করেন।

(ঙ) জনাব মোঃ মাছুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোম্পানী লিমিটেড, বলেন, হাইব্রিড ধানের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনা করে রোগ-বালাই, পোকা মাকড়ের প্রবণতা, মৌসুম, ফলন, চেক জাত, জীবন কাল প্রভৃতি বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতিটি অধিকতর সংশোধন করা প্রয়োজন। চেক ভ্যারাইটির পরিবর্তে বিঘা/একর প্রতি ফলন ন্যূনতম কত হবে,তার উপর ভিত্তি করে বিষয়টি কারিগরি কমিটির মাধ্যমে একটি সুপারিশ প্রণয়ন করে এনএসবি-তে উপস্থাপনের জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনস্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে (Heterosis) ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে ৭টি জাত সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলোঃ

(ক) ব্র্যাক এর ব্র্যাক হাইব্রিড-৩৩৩ (Sheng you-12) জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৮১৯ ও এইচ-৮৯৬।

(খ) ব্র্যাক এর ব্র্যাক হাইব্রিড-৪৪৪ (HB5) জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৯০ ও এইচ-৮৬৯)।

(গ) আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন এর আয়েশা আবেদ হাইব্রিড-৬৬৬ (HB55) জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭৯৯ ও এইচ-৮৭৭)।

(ঘ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর বায়ার হাইব্রিড-৪ (অ্যারাইজ ধানী গোল্ড) জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৭৯১ ও এইচ-৮৭৫)।

(ঙ) গেটকো এগ্রো টেকনোলজিষ্ট লিঃ এর গেটকো হাইব্রিড সীড-৩ জাতটি চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৮১০ ও এইচ-৮৭৮)।

(চ) গেটকো এগ্রো ভিশন লিঃ এর গেটকো হাইব্রড সীড-৪ জাতটি চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৮২২ ও এইচ-৮৬২)।

(ছ) ইস্পাহানী এগ্রো লিঃ এর ইস্পাহানী হাইব্রিড-২ (GI-3) জাতটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৭৯৩ ও এইচ-৮৮১)।

সিদ্ধান্ত - ২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে দুই বছরের (Best Two Year) গড় ফলন বিবেচনায় এনে চেকজাত থেকে ২০% এর অধিক হওয়া সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত ০২টি জাত সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলোঃ

(ক) ইস্পাহনী ফুডস লিঃ এর ইস্পাহানী হাইব্রিড ধান-১ (IS-30) জাতটি যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (১ম বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৮৩৪ ও এইচ-৮৬৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িক ভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

(খ) মদিনা সীড কোং লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মদিনা হাইব্রিড ধান-১ (JF 901) জাতটি রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হয় (২য় বর্ষ ও ৩য় বর্ষ পুনঃ ট্রায়ালে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৫৯১ ও এইচ-৯১৬)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকিভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত-৩ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৩তম সভার সুপারিশের হার্ডকপি ও সফট কপির মধ্যকার অসংগতির বিষয়ে এনএসবির সদস্য-সচিবের সাথে আলোচনাক্রমে একটি তদন্ত কমিটি করা হবে।

শর্তসমূহ ঃ

শর্ত-১ ঃ এক বছরের জন্য আমদানকৃিত বীজ পরবর্তী বছরে এসসিএ-র পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণ দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধণকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত-২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধণ করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখপূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত-৩ ঃ বীজের গুনাগুণ পরীক্ষার নির্মিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে বোরো ধান (ব্রিধান-২৮ ও বিধ্রান-২৯)ভিত্তি বীজ-১ থেকে ভিত্তি-২ বীজ উৎপাদনের অনুমোদন।

আলোচনা ঃ

(ক) সভার সদস্য সচিব বলেন, এসিআই লিমিটেড এবং পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ থেকে বোরো ধান (বিধান-২৮ ও ব্রি ধান-২৯) ভিত্তি বীজ-১ থেকে ভিত্তি-২ বীজ উৎপাদনের বিষয়টি জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন। সভায় সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন ও চেয়ারম্যান, এসিআই লিঃ বলেন যে, গত বছর এসিআই ২০০০ মে. টন ধান বীজ বাজারজাত করেছে এবং এ বছর বোরো মৌসুমে ১৬০০ মে. টন ধান বীজ উৎপাদন ও বাজারজাত করতে যাচ্ছে। এ বছর ব্রি'র নিকট থেকে চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্রিডার বীজ পাওয়া যায়নি কিন্তু এসিআই, এর পূর্বের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্সদের ইতোমধ্যে অগ্রীম পেমেন্ট করা হয়েছে।

এজন্য সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এসিআই এর মাধ্যমে ভিত্তি বীজ-১ থেকে ভিত্তি-২ বীজ উৎপাদনের অনুমোদনের জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

(খ) জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, এডভাইজার, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ বলেন, এনএসবির ৮০তম সভায় জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি বিষয়টি যাচাই-বাছাই করে এনএসবিতে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত থাকলেও এখন পর্যন্ত কারিগরি কমিটির থেকে উক্ত বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ব্রি এর নিকট চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্রিডার বীজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী বীজ উৎপাদন কর্মকান্ড ব্যহত হচ্ছে। এজন্য কোম্পানীর চাহিদা অনুযায়ী ভিত্তি বীজ-১ থেকে ভিত্তি-২ বীজ উৎপাদনের অনুমোদনের জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(গ) সভায় সদস্য-সচিব বলেন, বেসরকারী পর্যায়ে কোন কোন কোম্পানী ভিত্তি বীজ থেকে স্টেজ-১ অথবা স্টেজ-২ বীজ উৎপাদন করতে পারবে তার ১টি নীতিমালা থাকা দরকার এবং এবিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি Criteria নির্ধারণ করতে পারেন। তিনি আরো বলেন যে, সাময়িকভাবে আলোচ্য কোম্পানী দুটিকে তাদের আবেদনের উপির ভিত্তি করে কোন কোন এলাকায় কোম্পানী দুটি কোন কোন স্টেজের কি পরিমাণ বীজ উৎপাদন করবে তা এসসিএর প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক মাঠ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করতে পারে।

(ঘ) এসিআই কোম্পানীর কর্মকর্তা জনাব মিজানুর রহমান সভাকে জানান, ইতোমধ্যেই তারা আবেদনকৃত পরিমাণের উপর ভিত্তি করে মাঠ পর্যায়ে বোরো বীজ ফসল উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করেছে, এসসিএ-তে ও যথাযথ নিয়ম মোতাবেক আবেদন করা হয়েছে। তাই চলতি মৌসুমে F1 ভিত্তি বীজ থেকে F2 ভিত্তি বোরো ধান বীজ উৎপাদনের অনুমোদনদানের জন্য সভাকে অনুরোধ করেন। আরো উল্লেখ করেন যে, বীজ বিধিমালা ১৯৯৮ এর ৯ (বি) ধারা মোতাবেক বিএডিসি উৎপাদন করলে প্রাইভেট সেক্টরকে ও যাদের লজিষ্টিক সাপোর্ট আছে তাদেরকে F1 ভিত্তি বীজ থেকে F2 ভিত্তি বোরো ধান বীজ উৎপাদনের বিষয়টি বিবেচনা করার অনুরাধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) ইনব্রিড ধানের ক্ষেত্রে বেসরকারী পর্যায়ে কোন কোন কোম্পানী ভিত্তি বীজ থেকে স্টেজ-১ অথবা স্টেজ-২ বীজ উৎপাদন করতে পারবে তার একটি নীতিমালা জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি Criteria নির্ধারণ করবে।

(খ) এসিআই লিমিটেড এবং পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন কোন এলাকায় কোম্পানী দুটি কোন কোন স্টেজের কি পরিমাণ এবং কোন জাতের বীজ উৎপাদন করবে তা এসসিএর মাধ্যমে সরেজমিনে পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করলে তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

(গ) হাইব্রিড ধানের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনাপূর্বক সংশ্লিষ্ট জাতের finger print, রোগ-বালাই, পোকা-মাকড়ের প্রবণতা, উৎপাদন মৌসুম, অঞ্চল, ফলন, জীবনকাল প্রভৃতি বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে এনএসবির কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রণীত হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণে পদ্ধতিটি অধিকতর সংশোধন করবে।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ দেশী পাট শাক-১ (বিজেসি-৩৯০) নিবন্ধন।

আলোচনা ঃ

মহাপরিচালক, বিজেআরআই সভায় বলেন, পাট একটি Notified crop বিধায় পাটের কোন জাত ছাড়করণের পূর্বে এনএসবির টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে এনএসবির সভায় উপস্থাপন করার নিয়ম। কিন্তু এটি মূলতঃ পাট শাক হিসেবে চাষাবাদ হবে বিধায় আজকের সভায় ছাড়করণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সভায় ড. রহিমা খাতুন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক

কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই বলেন যে, সাধারণত ঃ দেশী পাট শাক তিতা হয় কিন্তু প্রস্তাবিত বিজেসি-৩৯০ জাতটি মিষ্টি, non-sticky, high nutrient value, bushy এবং dwarf ধরনের এবং অধিক ফলনশীল। শাক হিসেবে ৩০-৪০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায় এবং একর প্রতি ৩-৩.৫ টন পাতা শাক উৎপাদিত হয়।
সিদ্ধান্তঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত দেশী পাট শাক-১ (বিজেসি-৩৯০) হিসেবে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ ও নিবন্ধন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস (Guidelines) প্রণয়ন।

আলোচনা ঃ
সভায় ড. শামসুন নূর, পরিচালক, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর বলেন, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৯তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালক, টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর-কে আহবায়ক করে টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন বিষয়ক একটি গাইডলাইনস গঠনের জন্য একটি কমিটি করা হয়। উক্ত কমিটি বাংলাদেশ টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন বিষয়ক একটি গাইডলাইনস প্রণয়ন করে। একপর্যায়ে সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং সভায় বলেন, ইতোপূর্বে নার্সারী গাইড লাইনস নামে বাংলায় একটি গাইডলাইনস করা হয়েছে। প্রস্তাবিত টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন বিষয়ক গাইডলাইনসটি ইংরেজিতে করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে বুঝতে সমস্যা হতে পারে। এছাড়া প্রস্তাবিত গাইডলাইনস-এ ভূমিকা, শিরোনাম, কর্মপরিধি, সংগা, নিবন্ধন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়সমূহের উল্লেখ নেই। তাই নার্সারী গাইড লাইনস অনুসরণ করে প্রস্তাবিত গাইডলাইনসটি করা হলে আরোও পরিমার্জিত হবে।

(খ) সভার সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রস্তাবিত গাইড লাইনসটি বাংলায় প্রণয়ন এবং কোথায় কোথায় পরিমার্জন করতে হবে সেটি করে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। উক্ত কমিটি যাচাই-বাছাই করে এনএসবি-তে প্রেরণ করবে।

সিদ্ধান্ত ঃ আলু টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য গাইডলাইনস (Guidelines) বাংলায় প্রণয়নপূর্বক প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। পরবর্তীতে কারিগরি কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এনএসবি-তে প্রেরণ করবে।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ (ক) বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন, (খ) ডাটাবেইজ তৈরির জন্য নোডাল পয়েন্ট নির্বাচন এবং (গ) বীজ মান যাচাই।

আলোচনা ঃ সভায় সদস্য-সচিব বলেন, বীজনীতি ও বীজবিধি অনুসারে যে কোন ব্যক্তি, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বীজ উৎপাদন, আমদানি ও বিপণন কাজে নিয়োজিত থাকলে তাকে বা ঐ সংস্থাকে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এর নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করে বীজ ডিলার নিবন্ধন নিতে হয়। ১৯৯৬-৯৭ সন হতে বীজ ডিলার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয় এবং সারাদেশ নিবন্ধিত বীজ ডিলারের সংখ্যা প্রায় ১৮৬০০। তবে এতদিন বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি নেয়া হয়নি এবং নবায়নের প্রথা চালু হয়নি। বীজ ডিলার নবায়ন পদ্ধতি চালু থাকলে সক্রিয় ডিলারের সংখ্যা জানা এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া সহজতর হবে। বীজ ডিলার সার্টিফিকেটের নবায়ন ফি নির্ধারণ, নবায়ণ পদ্ধতি কি হবে, কোন কোডে টাকা জমা করা হবে, কত বছর পর পর নবায়ন করা হবে প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে।
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ সভাকে জানান, বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এমন কোন এলাকা নেই যেখানে কৃষি মন্ত্রালয়ের নিবন্ধিত বীজ ডিলার নেই। এসব ডিলার চাষীদের গুণগত মানসম্পনন বীজ প্রাপ্তি ও সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যাতে ফসলের ফলনশীলতা অনেক বেড়ে গেছে। তিনি বলেন বর্তমানে নিবন্ধনের সংখ্যা না বাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এর মান বজায় রাখা এবং নিবন্ধন ফি কমপক্ষে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা করার প্রস্তাব দেন।

সদস্য-সচিব সভায় আরো বলেন, আইডিবির সহায়তায় মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ (মাবীসবৃ) প্রকল্পের কাজ ২০১১-২০১২ অর্থ বছর হতে শুরু হয়েছে। বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কো-অর্ডিনেশনে বিএডিসি, বিআরআরআই, বিএআরআই এবং বারি এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অংগ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মৌল, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও টিএলএস বীজের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা এবং বীজ মনিটরিং সিস্টেম শক্তিশালী করা। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে Sustainable (টেকসই) বীজ মনিটরিং আওতায় Software ডিজাইন উন্নয়ন ও ডাটাবেইজ তৈরীর জন্য ফার্ম নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায়, সারাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে মৌল, ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও টিএলএস বীজ উৎপাদন ও বিতরণের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ তৈরি করার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান থেকে নোডাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও ডাটা সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। এছাড়া আইডিবির সহায়তায় মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের লক্ষ্য অনুসারে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন মৌসুমে ধান, গম, ভুট্টা ও আলুর ভিত্তি/প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাজার থেকে Sample বীজ সংগ্রহ করে মান যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সংগৃহীত Sample বীজ বিএডিসি ও এসসিএ এর বীজ পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব আব্দুল রউফ তালুকদার আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, নিবন্ধন ও নবায়ন ফি নির্ধারণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ পরামর্শ দিতে পারে। তিনি এ বিষয়ে সরকারের কোন কোডে/খাতে টাকা জমা দিতে হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট সরকারি নির্দেশনা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ

(ক) বীজ ডিলার সার্টিফিকেটের রেজিষ্ট্রেশন ফি, নবায়ণ ফি নির্ধারণ, নবায়ণ পদ্ধতি কি হবে, কত বছরের জন্য হবে, কোন কোডে/খাতে টাকা জমা করা হবে, কত বছর পর পর নাবয়ন করা হবে প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে বীজ উইং এর মাধ্যমে একটি কমিটি করে বীজ ডিলার নিবন্ধন নীতিমালা প্রণয়ন করে এনএসবি-র পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

(খ) সারাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে মৌল ভিত্তি, প্রত্যয়িত ও টিএলএস বীজ উৎপাদন ও বিতরণের তথ্য সম্বলিত ডাটাবেইজ তৈরি করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান থেকে নোডাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও ডাটা সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হলো। প্রকল্প পরিচালক, মাবীসবৃ প্রকল্প ডাটা সংগ্রহের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংগে সমন্বয় সাধন করবেন।

ক্রঃ নং	নোডাল পয়েন্ট	যে সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠান তথ্য সরবরাহ করবে
১	ব্রি	ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের তথ্য এবং উৎপাদিত ধানের মৌল ও ভিত্তি বীজ এর পরিমাণ, ব্রি কর্তৃক বিক্রিত বীজের প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম, ঠিকানাসহ বিক্রিত বীজের পরিমাণ।
২	বারি	বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতের তথ্য এবং উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের মৌল ও ভিত্তি বীজ এর পরিমাণ, বারি কর্তৃক বিক্রিত বীজ প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানাসহ বিক্রিত বীজের পরিমাণ।
৩	বিনা	বিনা উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের মৌল ও ভিত্তি বীজ এর পরিমাণ, বিনা কর্তৃক বিক্রিত বীজ প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানাসহ বিক্রিত বীজের পরিমাণ।
৪	এসসিএ	১। জমির পরিমাণসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন পরিমান ২। জাত ছাড়করণ ৩। অসাধু বীজ ব্যবসায়ী সনাক্তকরণ ও আইনের আওতায় আনয়ন তথ্য ৪। ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনে আবেদনকৃত কোম্পানীর নাম, ঠিকানা, জমির পরিমাণ, মৌল ও ভিত্তি বীজ ব্যবহারেরর পরিমাণ সম্বলিত তথ্য ৫। ট্যাগ প্রদানকৃত জাত ভিত্তিক মৌল ভিত্তি প্রত্যায়িত মানের উৎপাদিত বীজের পরিমাণ
৫	ডিএই	(ক) চাষী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ক তথ্যাদি। (খ) ডাল বীজ উৎপাদন তথ্যাদি এবং (গ) সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন ফসলের আইপি ইস্যু ও প্রকৃত বীজ আমদানি ও রপ্তানির তথ্য।
৬	বিএডিসি	(ক) বিএডিসির নিজস্ব উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত ভিত্তি, প্রত্যায়িত ও টিএলএস বীজ তথ্য (খ) বীজ সংরক্ষণ ক্যাপাসিটি।
৭	বিজেআরআই	বিজেআরআই কর্তৃক পাটবীজ উৎপাদনের পরিমাণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ।

(গ) সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক সরবরাকৃত বিভিন্ন মৌসুমে ধান, গম, ভূট্টা ও আলুসহ বিভিন্ন ফসলের ভিত্তি/প্রত্যায়িত/মানঘোষিত বীজের মান যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাজার থেকে প্রকল্প পরিচালক, মাবীসবৃ প্রকল্প Sample বীজ সংগ্রহ করে সংগৃহীত Sample বীজ বিএডিসি ও এসসিএ এর বীজ পরীক্ষাগারে প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসরণপূবৃক পরীক্ষা করতে পারবে। প্রয়োজনে মাবীসবৃ প্রকল্প থেকে জনবলের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ বিবিধ

সভার জনাব মোঃ শাহজাহান আলী, এডভাইজার, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ বলেন, বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা কৃষিবিদ জনাব শওকত মোমেন শাহজাহান, এমপি ও জনাব আব্দুল ওয়াদুদ, সাবেক চেয়ারম্যান, বিএডিসি ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে---- রজেউন)। দেশের মুক্তিযুদ্ধ ও কৃষি উন্নয়নে তাঁদের অপরিসীম অবদানের কথা সচিব মহোদয় কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। অবশেষে সভায় তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব মোঃ আঃ লতিফ, নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(ড. এস এম নাজমুল ইসলাম)
সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮১ তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/ প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরের তালিকা

তারিখ ঃ ০৩-০২-২০১৪ খ্রঃ সময় ঃ বেলা ২.৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বাক্ষর
০১	মোঃ আব্দুস সামাদ	ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, বিএডিসি	অস্পষ্ট
০২	ড. মোঃ কামাল উদ্দিন	নির্বাহী চেয়ারম্যান (অতি:দা:) বিএআরসি মহাপরিচালক, বি.জে.আর.আই	অস্পষ্ট
০৩	ড. মো: রফিকুল ইসলাম মন্ডল	ডিজি, বিএআরআই	অস্পষ্ট
০৪	ড. মোঃ খালেদ	পরিচালক, গবেষণা বারি, গাজীপুর।	অস্পষ্ট
০৫	মোঃ আতাহার আলী	সদস্য পরিচালক, বিএডিসি, ঢাকা	অস্পষ্ট
০৬	মোঃ আঃ লতিফ	নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
০৭	মোঃ তফিজ উদ্দিন	উপঃ পরিচালক (সংগনিরোধ), ডিএই	অস্পষ্ট
০৮	মোঃ আজিজুল হক	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি	অস্পষ্ট
০৯	ড. এস. ইউ. কে. ইউসুফ জাই	পরিচালক, (ট্রান্সফার অফ টেকনোলজি) বিএসআরআই	অস্পষ্ট
১০	মোঃ আবদুল মালেক	মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১১	মোঃ খায়রুল বাসার	উপপরিচালক(ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	অস্পষ্ট
১২	ড. শেখ আব্দুল মান্নান	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, প্রজনন বিভাগ	অস্পষ্ট
১৩	মাহবুব আনাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক লালতীর সীড লিঃ	অস্পষ্ট
১৪	ওমর আল ফারুক	সহ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন	অস্পষ্ট
১৫	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	এজিএম, এসিআই সীড, এসি আই লিঃ	অস্পষ্ট
১৬	ড. রহিমা খাতুন	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, প্রজনন বিভাগ, বিজেআরআই	অস্পষ্ট
১৭	মোঃ শাহজাহান আলী	এডভাইজার, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ	অস্পষ্ট
১৮	সৈয়দ কামরুল হক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বাক্ষর
১৯	ড. মোঃ আলতাফ হোসেন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআর আই, গাজীপুর	অস্পষ্ট
২০	ড. শামসুন নুর	পরিচালক, সেবা ও সরবরাহ, বিএআরআই	অস্পষ্ট
২১	জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস	মহাপরিচালক, (চঃ দাঃ) বিআরআরআই	অস্পষ্ট
২২	ড. এ. এইচ. এম রাজ্জাক	মহাপরিচালক (চ.দা.), বিনা	অস্পষ্ট
২৩	আইয়ুব খন্দকার	ডি. জি. এম, আফতাব বহুমুখী লিঃ	অস্পষ্ট
২৪	মোঃ মাসুম	চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোঃ লিঃ	অস্পষ্ট
২৫	আব্দুর রউফ তালুকদার	যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ	অস্পষ্ট
২৬	মোঃ আবু হানিফ মিয়া	মহাপরিচালক, ডিএই	অস্পষ্ট
২৭	মোঃ আনিস উদদৌলাহ	সভাপতি, বিএসএ	অস্পষ্ট
২৮	সৈয়দ আলী নাসিম খলিলুজ্জামান	মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), এস.আর.ডি.আই	অস্পষ্ট
২৯	মোঃ আজিম উদ্দিন	সিএসটি, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
৩০	আনোয়ার ফারুক	অতিরিক্ত সচিব, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ৮২ তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/ প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরের তালিকা

সভাপতি ঃ ড. এস এম নাজমুল ইসলাম

সভার তারিখ ঃ ২০ আগষ্ট, ২০১৪ খ্রিঃ

উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) সভাপতি ও কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে গত ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ২.৩০ ঘটিকায় এনএসবি-র ৮২ তম সভা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ০৩/০২/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং-কে ৮২তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সদস্য-সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক, অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক, বীজ উইং সভার শুরুতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফসর ড. এম. আর. হক এর আজকের সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সভার পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অত:পর তিনি বলেন যে, বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮১তম সভা বিগত ০৩/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী গত ০৯/০২/২০১৪ তারিখে ১২.০৯৭.০০৬.০২.১৩০.২০১২-০২৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট পাঠানো হয়। অধ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ এনএসবি- এর ৮১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৪তম সভার সুপারিশ অনুমোদন।

০১। বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক আমদানীকৃত তিনটি হাইব্রিড ধান নিবন্ধন ঃ

আলোচনা ঃ সভায় জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৩-২০১৪ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় তিনটি বেসরকারি কোম্পানির ০৩টি নতুন জাতের হাইব্রিড ধান নিবন্ধনের জন্য আজকের সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১৩-২০১৪ আমন মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় তিনটি বেসরকারি কোম্পানির ০৩টি নতুন জাতের হাইব্রিড ধান সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে আমন মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধন করা হলোঃ

(ক) পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ এর পাইওনিয়ার ২৫ পি ৩৫ (Pioneer 25P35) হাইব্রিড জাতটি পেট্রোকেম হাইব্রিড এগ্রো ধান-১৬ (Pioneer25P35) হিসেবে ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হলো।

(খ) ব্র্যাকের মুক্তি-২ হাইব্রিড জাতটি ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১০ হিসেবে জাতটি ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হলো।

(গ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর অ্যারাইজ তেজ গোল্ড (HII001) হাইব্রিড জাতটি বায়ার ক্রপ হাইব্রিড ধান-৫ হিসেবে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী অঞ্চলে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হলো।

০২। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত BR7358-30-3-1 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৬৩ হিসেবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ সভায় ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস, মহাপরিচালক ব্রি, বলেন যে, বোরো মৌসুমের জন্য সুপারিশকৃত জাতটির জীবনকাল ১৪৮-১৫০ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২ গ্রাম। এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান ঝড়ে পড়ে না। ধান বাংলামতির মতো চিকন ও লম্বা। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাত এর ফলন হেক্টরে ৬.৫ টন থেকে ৭.০ টন পর্যন্ত হতে পারে। ছাড়াও ব্রির সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা জাতটির চাল সরু বিধায় রপ্তানিযোগ্য বলে জাতটি ছাড়করণের সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কর্তৃক প্রস্তাবিত BR7358-30-3-1 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৬৩ হিসেবে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

০৩। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক প্রস্তাবিত IR50 (BINA-Arom-10) ধানের কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১৫ হিসেবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ সভায় ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, পিএসও, বিনা, ময়মনসিংহ বলেন যে, আমন মৌসুমে চাষযোগ্য এটি স্বল্প মেয়াদী ও আলোক অসংবেদনশীল জাত। ধানের চাল লম্বা ও চিকন। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করলে এ জাতের জীবনকাল ১০০-১১০ দিন এবং হেক্টর প্রতি ফলন ৪.৮ থেকে ৫.৮ টন পাওয়া যায়। তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য জাতটি ছাড়করণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক প্রস্তাবিত IR50(BINA-Arom-10) ধানের কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১৫ হিসেবে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্য সূচী-২ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৫তম (বিশেষ) সভার সুপারিশ অনুমোদন।

১। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের নিজস্ব সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত আলু চারটি লাইন (ক) ৭.১২, (খ) ৭.৩৩, (গ) ৭.৫৮ ও (ঘ) ৭.৮৬ এবং CIP (International Potato Centre) কর্তৃক সরবরাহকৃত জার্মপ্লাজম থেকে নির্বাচিত (ঙ) LB-6, 393280.64 লাইনটি যথাক্রমে (ক) বারি আলু-৪৭, (খ) বারি আলু-৪৮, (গ) বারি আলু- ৪৯, (ঘ) বারি আলু- ৫০ এবং (ঙ) বারি আলু - ৫৩ নামে ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ সভায় ড. জালাল উদ্দিন, পরিচালক, টিসিআরসি আলোচনায় অংশগ্রহন করে কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের (টিসিআরসি) নিজস্ব সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত আলুর চারটি লাইন (ক) ৭.১২, (খ) ৭.৩৩, (গ) ৭.৫৮ ও (ঘ) ৭.৮৬ এবং CIP (International Potato Centre) কর্তৃক সরবরাহকৃত জার্মপ্লাজম থেকে নির্বাচিত (ঙ) LB-6, 393280.64 বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নের তথ্যসমূহ উপস্থাপন করেন ঃ

(ক) বারি আলু-৪৭ (৭.১২)-এর বৈশিষ্ট্য ঃ এ জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি এর নিজস্ব উদ্ভাবিত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির ও ছোট থেকে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং হলুদ, চামড়া মসৃণ। জাতের গড় ফলন ৪৫.১ টন/হেঃ।

(খ) বারি আলু-৪৮(৭.৩৩)- এর বৈশিষ্ট্য : এ জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি এর নিজস্ব উদ্ভাবিত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু খাট ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম ডিম্বাকৃতি আকারের। আলুর রং হলুদ, শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। গড় ফলন ৪১.৮ টন/হেঃ।

(গ) বারি আলু-৪৯ (৭.৫৮)- এর বৈশিষ্ট্য ঃ জাতটি কন্দাল ফসল গেবষণা কেন্দ্র, বারি এর নিজস্ব উদ্ভাবিত। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলু চামড়ার রঙ হলুদ ও শাসের রং ক্রিম এবং অগভীর চোখ বিশিষ্ট। গড় ফলন ৪৫.৪ টন/হেঃ।

(ঘ) বারি আলু-৫০ (৭.৮৬)- এর বৈশিষ্ট্য ঃ জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি এর নিজস্ব উদ্ভাবিত। ৯০-৯৫ দিন আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকৃতি থেকে খাট ডিম্বাকৃতির, মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং লাল, শাসের রং হালকা হলুদ এবং গভীর চোখ বিশিষ্ট। গড় ফলন ৪৪.০ টন/হেঃ

(ঙ) বারি আলু-৫৩ (LB-6; 393280.64) এর বৈশিষ্ট্য ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত (LB-6 (393280.64) সারিটি বিদেশী জার্মপ্লাজম CIP (International Potato Centre) হতে নির্বাচন করা হয়েছে। জাতটি নাবী ধসা (Late Blight) রোগ প্রতিরোধী। ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোলাকার থেকে কিছু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারী আকারের। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মোটামোটি মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ ও চোখ অগভীর। জাতের গড় ফলন ২৭.৭৯ টন/হেঃ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের নিজস্ব সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত আলুর চারটি লাইন (ক) ৭.১২ (খ) ৭.৩৩, (গ) ৭.৫৮ ও (ঘ) ৭.৮৬ এবং CIP (International Potato Centre) কর্তৃক সরবরাহকৃত জার্মপ্লাজম থেকে নির্বাচিত (ঙ) LB-6,393280.64 লাইন যথাক্রমে (ক) বারি আলু-৪৭, (খ) বারি আলু-৪৮, (গ) বারি আলু-৪৯, (ঘ) বারি আলু-৫০ ও (ঙ) বারি আলু-৫৩ নামে ছাড়করণ করা হলো।

০২। বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক আমদানিকৃত আলুর দুটি জাত নিবন্ধন ঃ

আলোচনা ঃ (ক) ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু পিএসও, টিসিআরসি সভায় বলেন যে, বারি আলু-৫১ (Bellarossa) জাতটিকে বিভিন্ন গুণাগুণের ভিত্তিতে খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু খাট ডিম্বাকৃতির থেকে ডিম্বাকৃতির মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং লাল ও শাঁসের রং হলুদ এবং চোখের গভীরতা মধ্যম। জাতের গড় ফলন ৪১.২ টন/হেঃ।

তিনি বারি আলু-৫২ (Labadia) এর সম্পর্কে বলেন যে, জাতটিকে বিভিন্ন গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু বড় আকারের, খাট ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রং হলুদ ও শাঁসের রং হালকা হলুদ এবং অগভীর চোখ বিশিষ্ট। জাতের গড় ফলন ৪২.৩ টন/হেঃ।

(খ) সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, বেসরকারি কোম্পানির মাধ্যমে আমদানিকৃত আলুর জাত নিবন্ধিকরণের প্রস্তাবে আমদানিকারক দেশের নাম, কোম্পানির নাম-ঠিকানা এবং আমাদের দেশিয় এজেন্ট তথা কোম্পানির নাম-ঠিকানা উল্লেখ না থাকার কারণে সঠিকভাবে কার্যবিবরণী প্রনয়ন করা যায় না।

(গ) জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং মহাপরিচালক, বীজ উইং ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক সভায় বলেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৫ সভায় উপস্থাপিত মিউজিকা (Musica) জাতটির performance ভাল হওয়া শর্তেও আজকের সভায় সুপারিশ আকারে উপস্থাপিত হয়নি। এ জাতটি কারিগরি কমিটি পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) এগ্রি কনসার্ন লিঃ কোম্পানি কর্তৃক জার্মানি থেকে আমদানীকৃত Bellarossa জাতটি বারি আলু-৫১ (Bellarossa) হিসেবে এবং ইউরো বাংলা এগ্রিক্যালচার লিঃ কোম্পানি কর্তৃক হল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত লাবাডিয়া (Labadia) জাতটি বারি আলু-৫২ (Labadia) হিসেবে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন করা হলো।

(২) বেসরকারি কোম্পানির মাধ্যমে আমদানী কৃত আলুর জাত নিবন্ধিকরণের প্রস্তাবে আমানিকারক দেশের নাম, কোম্পানির নাম-ঠিকানা এবং আমাদের দেশিয় এজেন্ট তথা কোম্পানির নাম-ঠিকানা স্পষ্ট আকারে উল্লেখ থাকতে হবে। (দায়িত্বঃ টিসিআরসি)।

(৩) জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটি মিউজিকা Musica) নামক আলু জাতটি পুনরায় পর্যালোচনা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

০৩। বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক প্রস্তাবিত তিনটি সারি (ক) ঈশ্বরদী-৪২ (Rangbilas), (খ) ঈশ্বরদী-৪৩ (Isd 18T_2) এবং (গ) ইশ্বরদী-৪৪ (I 112-01) যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৪২, বিএসআরআই আখ-৪৩ এবং বিএসআরআই আখ-৪৪ হিসাবে ছাড়করণ :

আলোচনা ঃ সভায় ড. কামাল হুমায়ুন কবির , মহাপরিচারক, বিএসআরআই বলেন যে, (ক) বিএসআরআই আখ-৪২ এটি একটি আগাম পরিপক্ক জাত। জাতটির খরা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশি। এ জাতটি লাল পচা, উইল্ট ও স্মাট রোগ বেশী প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। জাতের গড় ফলন ২১৩.৫ টন/ হেঃ।

(খ) তিনি বিএসআরআই আখ-৪৩ এর বিষয়ে বলেন যে, এ জাতের ইক্ষুতে ফুল দেখা যায়। ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ হতে এ জাতের ইক্ষুতে চিনি ধারন ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পায়। এ জাতটি পাইনএ্যাপল রোগের প্রতি মাঝারি ধরনের প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং স্মাট রোগের প্রতি মাঝারী ধরণের সংবেদনশীল। গড় ফলন ১২১.৭৮ টন/হেঃ।

(গ) বিএসআরআই আখ-৪৪ সম্পর্কে মহাপারিচালক, বিএসআরআই বলেন যে, জাতটির খরা, বন্যা, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ক্ষমতা বেশী। এ জাতটি স্মাট ও পাইনএ্যাপল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং জাতের গড় ফলন ১২৩ টন/হেঃ। তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করে প্রস্তাবিত ইক্ষুর তিনটি জাতকে চাষাবাদের নিমিত্বে ছাড়করণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক প্রস্তাবিত তিনটি সারি (ক) ইশ্বরদী-৪২ (Rangbilas), (খ) ইশ্বরদী-৪৩ (Isd 18T_2) এবং (গ) ঈশ্বরদী-৪৪ (I 112-01) যথাক্রমে বিএসআরআই আখ-৪২, বিএসআরআই আখ-৪৩ এবং বিএসআরআই আখ-৪৪ হিসাবে ছাড়করণ করা হলো।

০৪। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত (BR7840-54-1-2-5) কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৬৪ হিসাবে বোরো মৌসুমে ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ ড. পার্থ সারথী বিশ্বাস, পিএসও, ব্রি সভায় বলেন যে, বোরো মৌসুমের এ জাতের গড় জীবনকাল ১৫২ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৬ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা এবং রং সাদা। এ জাতের চালে শতকরা ৭.২ ভাগ প্রোটিন এবং প্রতি কেজি চালে ২৪.০ মিলিগ্রাম জিঙ্ক রয়েছে। এ জাতের প্রতি কেজি চালে জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত ব্রি ধান ৬২ থেকে প্রায় ৫ মিঃ গ্রাম জিঙ্ক বেশি থাকে যা আমাদের দেহের চাহিদার ৪০% মিটাতে সক্ষম। জাতটি হেক্টরে ৬.০-৭.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত (BR7840-54-1-2-5 কৌলিক সারিটি ব্রি ধান-৬৪ হিসাবে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

০৫। বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক প্রস্তাবিত OMCS-2007 (BINA E-3) ধানের কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১৬ হিসাবে আমন মৌসুমে ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ সভায় ড. এ.এইচ.এম রাজ্জাক, মহাপরিচালক, বিনা বলেন যে, আমন মৌসুমের এটি একটি স্বল্প মেয়াদী ও আলোক অসংবেদনশীল জাত। পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ৯৬-৯৮ সে.মি। এতে বিনা ধান-৭ হতে হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ০.৩০ টন বেশি পাওয়া যায়। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৭.৪ গ্রাম। তাই আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য এ জাতটি অবমুক্ত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক প্রস্তাবিত OMCS-2007 (BINA E-3) ধানের কৌলিক সারিটি বিনা ধান-১৬ হিসেবে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্য সূচী- ৩ ঃ বিবিধ

(ক) সীড প্রমোশন কমিটি পুনর্গঠন ঃ

আলোচনা ঃ (ক) জনাব মোঃ আজিম উদ্দিন, প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সভাকে জানান যে, বিগত ২৫-০৬-১৯৯৫ খ্রিঃ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪ তম সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়-কে সভাপতি করে ১২ সদস্য বিশিষ্ট সীড প্রমোশন কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। তিনি আরোও বলেন যে, বর্তমানে উক্ত কমিটি গঠনের প্রায় ১৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্য দেশের বীজ শিল্পের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে বীজ শিল্পের উৎপাদন ও সরবরাহ বহুগুণ বেড়েছে এবং বীজ প্রযুক্তিরও বহুমুখী বিস্তার হয়েছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে যেখানে বিএডিসির মাধ্যমে বাৎসরিক বীজ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৩৪,৪৭০ মেঃ টনঃ বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১,৪৪,০০০ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে। তাই সুষ্ঠ বীজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সীড প্রমোশন কমিটির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(খ) জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব এবং মহাপরিচালক, বীজ উইং ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আনোয়ার ফারুক সভায় বলেন যে, বিগত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত সীড প্রশোমন কমিটিতে সরকারি-বেসরকারি সকল সেক্টরের প্রতিনিধি রয়েছে। তাই কমিটির সদস্য সংখ্যা বেশী বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।

(গ) সভায় জনাব আনিস উদ দৌলা, সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন ও চেয়ারম্যান, এসিআই লিঃ বলেন যে, পূর্বে গঠিত সীড প্রমোশন কমিটিতে প্রাইভেট সেক্টর থেকে দুটি এসোসিয়েশনের নাম থাকলেও বর্তমানে প্রাইভেট সেক্টরে শুধু বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন নামক একটি এসোসিয়েশন এর কার্যক্রম রয়েছে। বেসরকারি বীজ সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় সীড প্রমোশন কমিটিতে তিন জন্য সদস্য রাখা যেতে পারে।

(ঘ) কৃষি সচিব মহোদয় সভায় বলেন, কোনো প্রতিষ্ঠানের এজেন্ডা থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানকে সীড প্রমোশন কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। এছাড়াও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় থাকলে পরিচালক/অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভায় সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত সীড প্রমোশন কমিটি-কে নিম্নোক্তভাবে পুর্ণগঠন করে ১৫(পনের) সদস্যের কমিটি গঠন করা হলো:

১।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবারয়।	সভাপতি
২।	মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।	সদস্য
৩।	সদস্য পরিচালক(বীজ ও উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।	সদস্য
৪।	পরিচালক (সরেজমিন উইং), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য
৫।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, জয়দেবপুর, গাজীপুর।	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি তথ্য সার্ভিস), ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য
৭।	বিভাগীয় প্রধান, সীড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ, বাকৃবি, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা), বিআরআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর।	সদস্য
৯।	পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।	সদস্য
১০।	পরিচালক (গবেষণা), বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর।	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা), ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
১২।	পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ।	সদস্য
১৩।	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।	সদস্য
১৪।	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা।	সদস্য সচিব

(খ) আলুর জাত উন্নয়ন/ছাড়করণ ও নিবন্ধিকরণ নীতিমালা প্রণয়ণ সংক্রান্ত কমিটির আহ্বায়ক পরিবর্তন ঃ

আলোচনা ঃ সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, ড. মুহাম্মদ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বারি, গাজীপুর-কে আহ্বায়ক করে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৫তম সভায় নতুন আলুর জাত উন্নয়ন/ ছাড়করণ ও নিবন্ধিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত ০৮ সদস্যের একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয়ে কমিটি ৩/৪টি সভা করলেও কমিটির আহ্বায়ক ড. মুহাম্মদ হোসেন লিয়েনে অন্যত্র চাকরি করায় তিনি সময় দিতে পারেন না বিধায় বিএআরসি-এর সদস্য পরিচালক (শস্য) কে এ কমিটিতে আহ্বায়ক করা যেতে পারে সভায় আলোচনা হয় যে, ড. মুহাম্মদ হোসেন-কে বর্তমান কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ আলুর জাত উন্নয়ন/ছাড়করণ ও নিবন্ধিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কমিটিতে বিএআরসি-এর সদস্য পরিচালক (শস্য)-কে আহ্বায়ক এবং ড. মুহাম্মদ হোসেনকে সদস্য করা হল।

সভাপতি ছাড়কৃত নতুন জাতগুলি কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বীজ ও চাষাবাদ প্রযুক্তি হস্তান্তরের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে বলেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(ড. এস এম নাজমুল ইসলাম)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮২ তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণের তালিকা

সভাপতি ঃ ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, কৃষি সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
তারিখ ঃ ২০-০৮-২০১৪ খ্রিঃ, সময় ঃ বেলা ০২.৩০ ঘটিকা।
স্থানঃ সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ #৫১২, ৪র্থ বিল্ডিং, ৬ষ্ঠ তলা), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

ক্রঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বাক্ষর
১	ড. মোঃ কামাল উদ্দিন	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি	অস্পষ্ট
২	ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল	মহাপরিচালক, বিএআরআই	অস্পষ্ট
৩	ড. কামাল হুমায়ুন কবীর	মহাপরিচালক, বিএস আর আই	অস্পষ্ট
৪	মোঃ আজিম উদ্দিন	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
৫	ড.মোঃ জাকির হোসেন	মাননিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর।	অস্পষ্ট
৬	ড. মোঃ গোলাম আম্বিয়া	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর	অস্পষ্ট
৭	মোঃ আবু ইউসুফ মিয়া	প্রধান বহিরাংগন নিয়ন্ত্রন কর্মকর্তা, এসসিএ	অস্পষ্ট
৮	এ.জেড. এম. মমতাজুল করিম	পরিচালক, উদ্ভিদ সংগ নিরোধ উইং, ডিএই	অস্পষ্ট
৯	মোঃ আজিজুল হক	মহাব্যবস্থাপক, (বীজ) বিএডিসি	অস্পষ্ট
১০	মাহবুব আনাম	ব্যবস্থাপক পরিচালক, লালতীর সীড লিঃ	অস্পষ্ট

১১	ড. পার্থ সারথী বিশ্বাস	PSO, BRRI	অস্পষ্ট
১২	মোঃ শাজাহান আলী	Advisor, Petrochem (Bangladesh) limited	অস্পষ্ট
১৩	খন্দকারময়েনউদ্দিন	Director SRDI	অস্পষ্ট
১৪	এ,এইচ, এম রহমতউল্লাহ	ডি.ডি. (ফাঃ ইঃ) সরেজমিন উইং, খামারবাড়ী	অস্পষ্ট
১৫	ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম	পিএসও, বিনা, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
১৬	ড. এ. এইচ.এম রাজ্জাক	মহাপরিচালক, বিনা	অস্পষ্ট
১৭	ড. শেখ আব্দুল মান্নান	সিএসও, বিএসআরআই	অস্পষ্ট
১৮	ড. মোঃ ফরিদ উদ্দিন	নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
১৯	সৈয়দ কামরুল হক	সহকারী বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২০	মোঃ নাফিসুর রহমান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাউথ পোল সীডস লিঃ	অস্পষ্ট
২১	জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস	মহাপরিচালক, বি.আরআর আই	অস্পষ্ট
২২	ড. মোঃ খালেদ সুলতান	পরিচালক, গবেষণা বারি, গাজীপুর	অস্পষ্ট
২৩	আনিস উদদৌলাহ	সভাপতি, বিএসএ	অস্পষ্ট

২৪	**আনোয়ার ফারুক**	মহাপরিচালক, সীড উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়	অস্পষ্ট
২৫	**Prof. Dr. MR. Haque**	ভিসি, বাকৃবি, ময়মনসিংহ	অস্পষ্ট
২৬	**Md. Mofassal Hossain**	সদস্য, পরিচালক, বিএডিসি	অস্পষ্ট
২৭	**Dr. Mohammod Hossain**	পরিচালক, বি এ আর আই	অস্পষ্ট
২৮	**Dr. Bimol Chandha Kundu**	পিএসও, টি সি আর সি, বি এ আর আই	অস্পষ্ট

জাতীয় বীজ বোর্ড (এনএসবি) এর ৮৩তম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি ঃ **ড. এস. এম নাজমুল ইসলাম**
সভার তারিখ ঃ ২০ নভেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

জাতীয় বীজ বোর্ডের (এনএসবি) সভাপতি ও কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে গত ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৩তম সভা মন্ত্রণালয় এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট-ক-তে দেখানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১ ঃ বিগত ২০/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা পরিচালক, বীজ উইং-কে ৮৩তম সভার কার্যপত্রানুয়ায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরাধ করেন। সদস্য-সচিব ও অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক, বীজ ইউং সভাকে জানান জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮২ তম সভা বিগত ২৫/০৮/২০১৪ তারিখে ১২.০৯৭.০০৬.০২.০০.১৩০.২০১২-২৬৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হয়। অধ্যাবধি এ ব্যাপারে কারো কোনো মতামত পাওয়া যায়নি বিধায় উক্ত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ বেসরকারি কোম্পানি কর্তৃক আমদানীকৃত হাইব্রিড ধানের ০৭ (সাত) টি জাত নিবন্ধন ঃ

আলোচনা ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্ম উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে দুই বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার বেশী হওয়ায় ০৬টি বেসরকারি কোম্পানির আমদানীকৃত ০৭টি নতুন জাতের হাইব্রিড ধান নিবন্ধনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হলো।

(ক) Babylon Agriscience এর Babylon Hybrid Dhan-2 জাতটি ব্যাবিলন হাইব্রিড ধান-১ হিসেবে ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদর জন্য নিবন্ধন।

(খ) নর্থ সাউথ লিঃ এর NSSL-1(llyou-86) জাতটি নর্থ সাউথ হাইব্রিড ধান-৩ (NSSL-1) হিসেবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন।

(গ) নর্থ সাউথ লিঃ এর NSSL-2 (Shengyou-7) হাইব্রিড জাতটি নর্থ সাউথ হাইব্রিড ধান-৪ (NSSL-2) হিসেবে ঢকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও যশোর অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন।

(ঘ) আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন এর ব্র্যাক-৬৬৬ (GB-106) হাইব্রিড জাতটি ব্র্যাক হাইব্রিড ধান-১১ (GB-106) হিসেবে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন।

(ঙ) বায়ারক্রপ সায়েন্স এর অ্যারাইজ তেজ গোল্ড (H11001) জাতটি বায়ার হাইব্রিড ধান-৫ (H11001) হিসেবে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন।

(চ) পারটেক্স এগ্রো লিঃ এর রাজলক্ষী (BS-234) জাতটি পারটেক্স হাইব্রিড ধান-১ (BS-234) হিসেবে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন।

(ছ) পারটেক্স এগ্রো লিঃ হাসি (HP-722) জাতটি পারটেক্স হাইব্রিড ধান-২ (HP-722) হিসেবে ময়মনসিংহ, চট্রগ্রাম, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধন।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০১৩-২০১৪ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের গড় ফলন একের অধিক স্থানে Heterosis ২০% এর অধিক হওয়ায় ০৬টি বেসরকারি কোম্পানির ০৭টি নতুন জাতের হাইব্রড ধান সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ০২ টি জাত নিবন্ধন।

আলোচনা ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য সচিব মহাপরিচালক, বীজ উইং সভাকে জানান যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭০ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত জাতগুলি অনস্টেশন ও অনফার্ম উভয় ক্ষেত্রে দুই বছরের গড় ফলন বিবেচনায় এনে চেক জাত থেকে ২০% বা তার বেশী হওয়ায় গেটকো সীড লিঃ এর আমদানীকৃত স্বচ্ছল (RN001) ও মঙ্গল (HEJIA-909) অঞ্চলভিত্তিক সাময়িক ও শর্ত সাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের নিমিত্তে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ গেটকো এগ্রোভিশন লিঃ এর মঙ্গল (HEJIA-909) এ জাতটি ঢাকা এব যশোর অঞ্চলে এবং স্বচ্ছল (RN001) এ জাতটি ঢাকা অঞ্চলে সাময়িকভাবে ও শর্ত সাপেক্ষে বোরো মৌসুমে চাষাবাদের জন্য নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো। জাতীয় বীজ বোর্ডের ইতিপূর্বেকার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোম্পানির নামের সাথে মিল রেখে সিরিয়াল করে (গেটকো হাইব্রিডধান-১/২/৩........) জাতগুলি বাজারজাতকরণ করতে হবে।

অতঃপর সভাপতি জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির ৭৬তম ও ৭৭তম সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী প্রাপ্ত সুপারিশ সমূহের উপর পর্যায়ক্রমে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানী ও উপস্থিত সকলকে আহ্বান জানান।

আলোচ্যসূচী-৪ ঃ ইনব্রিড ধানের ০৫টি জাত ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর মহাপরিচালক, পরিচালক গবেষণা ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত জাতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

(ক) ব্রিধান ৬৫ ঃ জাতটি বোনা আউশ মৌসুমের জন্য। দানার রং সোনালী ও আকৃতি চিকন লম্বা। এ জাতের জীবনকাল ৮৮-১০৫ দিন। এ জাতটি চারা অবস্থায় খরা সহনশীল। চালের আকার আকৃতি মাঝারী চিকন এবং রং সাদা। জাতের জীবনকাল ব্রিধান ৪৩ এ চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম। গড় ফলন হেক্টরে ৩.৫-৪.০ টন। এ পর্যন্ত আউশ মৌসুমের জন্য উদ্ভাবিত সকল ধানের মধ্যে স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন।

(খ) ব্রিধান ৬৬ ঃ জাতটি রোপা আমন মৌসুমের খরা সহিষ্ণু জাত। এ জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চালে শতকরা ১০.৮ ভাগ প্রোটিন থাকে। এই জাতের জীবনকাল ব্রিধান ৫৬ এর চেয়ে ৩-৪ দিন বেশী। খরা না হলে ফলন হেক্টরে ৫.০-৫.৫ টন। খরা হলে ফলণ ৪.০-৪.৫ টন।

(গ) ব্রিধান ৬৭ ঃ জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। চালের আকার আকৃতি মাঝারি চিকন এবং রং সাদা। প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো চারা অবস্থায় ১২-১৪ ডিএস/মি. (৩ সপ্তাহ) লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ফলন হেক্টরে ৩.৮-৭.৪ টন। জাতটি পুরো জীবনকালে ৮ ডিএস/মি. লবণাক্তা সহ্য করতে পারে।

(ঘ) ব্রিধান ৬৮ ঃ জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪৯ দিন। এ ধানের চাল মাঝারি মোটা এবং রং সাদা। চালে শতকরা ৭.৭ ভাগ প্রোটিন এবং ২৫.৭ ভাগ এমাইলোজ রয়েছে। ব্রিধান ৬৮ এর জীবনকাল ব্রিধান ২৮ এর চেয়ে ৪-৫ দিন নাবী। গড় ফলন হেক্টরে ৭.৩০ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জাতটি হেক্টরে ৯.২ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

(ঙ) ব্রিধান ৬৯ ঃ জাতটি বোরো মৌসুমের জন্য। এ জাতের গড় জীবনকাল ১৪৫-১৬০ দিন। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধানের দানার রং সোনালী রঙের এবং মাঝারী মোটা। চালের আকার আকৃতি মাঝারী মোটা এবং রং সাদা। এই জাতের জীবনকাল ব্রিধান ২৮ এর চেয়ে ৫-১০ দিন বেশি। গড় ফলন হেক্টরে ৭.৩০ টন। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে জাতটি হেক্টরে ৯.০০ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ জাতটি কম উপকরণ ব্যবহারে ভাল ফলন দিতে সক্ষম। জাতটিতে অন্য জাতের চেয়ে ২০% ইউরিয়া কম লাগে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ৫টি ইনব্রিড ধানের জাত যথাক্রমে ব্রিধান ৬৫, ব্রিধান ৬৬, ব্রিধান ৬৭, ব্রিধান ৬৮ ও ব্রিধান ৬৯ ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী-৫ ঃ গমের ০২টি জাত ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও গম গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বারি উদ্ভাবিত গমের ০২টি নতুন জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

(ক) বারি গম ২৯ (BAW-1151) ঃ বারির গম ২৯ একটি স্বল্প মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল তাপসহিষ্ণু জাত। জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। ফলন ৪-৫ টন/হেঃ। বপন সময় ১৫ থেকে ৩০ নভেম্বর। জাতটি হেলে পড়ে না।

(খ) বারি গম ৩০ (BAW-1161) ঃ বারি গম-৩০ একটি উচ্চ ফলনশীল তাপসহিষ্ণু জাত। জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। ফলন ৪-৫ টন/হেঃ। বপন সময় ১৫ থেকে ৩০ নভেম্বর। জাতটি হেলে পড়ে না।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দুইট জাত যথাক্রমে বারি গম ২৯ ও বারি গম ৩০ ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ বারি উদ্ভাবিত আলুর ০২টি জাত ছাড়করণ ঃ

আলোচনা ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ও উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বারি উদ্ভাবিত আলুর ০২টি নতুন জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

(ক) বারি আলু-৫৬ (৮.৪৬) ঃ জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের নিজস্ব লাইন হতে উদ্ভাবিত। প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৫.৭২ টন/হেঃ। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। আলুর আকার খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম আকারে। জাতটি খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। জাতটি কমন স্কেব রোগ প্রতিরোধী।

(খ) বারি আলু-৫৭ (৮.৭৩) ঃ জাতটি কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের নিজস্ব লাইন হতে উদ্ভাবিত। প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৩৭.৩৯ টন/হেঃ। জীবন কাল ৯০-৯৫ দিন। আলুর আকার খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম আকারের। জাতটি খাবার আলু ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। জাতটি লেইট ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর দুইটি জাত বারি আলু-৫৬ ও বারি আলু-৫৭ ছাড়করণের অনুমোদন দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী-৭ ঃ বিদেশ থেকে আমদানীকৃত আলুর ০৬টি জাত নিবন্ধন ঃ

আলোচনা ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বারি ও কোম্পানির প্রতিনিধি বিদেশ থেকে বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানির আমদানীকৃত আলুর ০৬টি জাত এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন।

(ক) বারি আলু-৫৪ (Musica) ঃ জাতটি মেসার্স পার্পেল প্লাস কোম্পানি কর্তৃক হল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। আলু মধ্যম ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। জাতের গড় ফলন ৪০.৫ টন/হেঃ। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

(খ) বারি আলু-৫৫ (Red Fantasy) ঃ জাতটি ফার্ম ফ্রেশ কোম্পাটি কর্তৃক জার্মানির AGRICO কোম্পানি থেকে আমাদানিকৃত। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারে। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

(গ) বারি আলু-৫৮ (El mundo) : এ জাতটি ইউরো বাংলা এগ্রিকালচারাল লিঃ কোম্পানী কর্তৃক হল্যান্ডের VAN RAJN কোম্পানী থেকে আমদানিকৃত। প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪৩.৬৫ টন/হেঃ। জাতটিতে রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম। তাপ সহনশীল। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি আকারের। জাতটি খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

(ঘ) বারি আলু-৫৯ (Metro) ঃ এ জাতটি কিষাণ সীড এন্টারন্যাশনাল কোম্পানি কর্তৃক হল্যান্ডের AGROPLANT কোম্পানি থেকে আমদানীকৃত। প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪৩.৪৫ টন/হেঃ। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

(ঙ) বারি আল-৬০ (Vivaldi) ঃ জাতটি মেসার্স ব্লু মুন ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি কর্তৃক হল্যান্ডের (HZPC) কোম্পানি থেকে আমদানিকৃত। প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪১.৯ টন/হেঃ। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। আলুর আকার মাঝারি লম্বাটে। জাতটি খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

(চ) বারি আলু-৬১ (Volumia) ঃ এ জাতটি মেসার্স ব্লু মুন ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি কর্তৃক হল্যান্ডের HZPC কোম্পানি থেকে আমদানিকৃত। প্রস্তাবিত জাতের গড় ফলন ৪০.২১ টন/হেঃ । জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। আলুর আকার লম্বা থেকে মাঝারি লম্বা। জাতটি খাবার আলু হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ আমদানীকৃত **আলুর** ০৬ টি জাত যথাক্রমে বারি আলু-৫৪, বারি আলু-৫৫, বারি আলু-৫৮, বারি আলু-৫৯, বারি আল-৬০ ও বারি আলু-৬১ চাষাবাদের জন্য নিবন্ধনের অনুমোদন দেয়া হলো এবং অমনি সীডস লিঃ কোম্পানি কর্তৃক আমদানীকৃত Kufri Pukhraj **জাতটি কারিগরি** কমিটির তথ্য মতে ট্রায়ালকৃত ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে জাতটিকে নিবন্ধনের পক্ষে এবং ৩টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে বিধায় এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয় বিবেচেনায় জাতটি পুর্ণমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী -৮ ঃ Breeder Seed/Fundation sedd/Certified Seed/Truthfully labelled Seed (TLS) প্রভৃতি শব্দসমূহ বাংলা ইংরেজী বানান সর্বত্র একই ধরনের (Harmonization) ব্যবহারকরণের উদ্দেশ্যে কারিগরি কমিটির জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করেছে ঃ

ক্রমিক নং	ইংরেজি শব্দ	বাংলা শব্দ
১	Breeder Seed	প্রজনন বীজ
২	Foundation Seed	ভিত্তি বীজ
৩	Certified Seed	প্রত্যায়িত বীজ
৪	Truthfully labelled Seed (TLS)	মানঘোষিত বীজ

সিদ্ধান্ত ঃ প্রত্যয়িত বীজ এর পরিবর্তে প্রমিত বাংলা ভাষা প্রত্যায়িত ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে এছাড়াও বাংলা ও ইংরেজী বানান একই ধরনের ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত দেয়া হলো।

আলোচ্যসূচী-৯ ঃ বিবিধ (বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি ও নিবন্ধন নবায়ন পদ্ধতি)।

সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড ও মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় সভায় জানান, ইতোমধ্যেই বীজ উইং হতে ২০,০০০ (বিশ হাজার) বীজ ডিলারকে নিবন্ধন প্রত্যয়ন দেয়া হয়েছে। মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী নিবন্ধিত ডিলারদের জরিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং বীজ ডিলারদের বীজ আইন ও বীজ বিধিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে বীজ ডিলার নিবন্ধনের জন্য কোনো ফি প্রদানের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া বীজ ডিলার নিবন্ধনপত্র নবায়ন করার পদ্ধতিও চালু করা হয়নি। বীজ ব্যবসা করতে বীজ আইনের বিধি বিধান মেনে চলা একান্ত অপরিহার্য। বীজ বিধিতে বীজ ডিলার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বীজ নিবন্ধন ব্যবস্থা কাঠামোগত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার নিমিত্তে বীজ ডিলার নিবন্ধিত ফি নির্ধারণ এবং বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র নবায়ন পদ্ধতি চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ ডিলার নিবন্ধন ও নবায়ন পদ্ধতি বিষয়ে সকল স্টেক হোল্ডারদের মতামত নিয়ে একটি প্রস্তাব পরবর্তী এনএসবি সভায় উপস্থাপনের জন্য নিম্ন বর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো।

১।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট,ঢাকা	আহ্বায়ক
২।	মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, কৃষিভবন, ঢাকা	সদস্য
৩।	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর	সদস্য
৪।	পরিচালক, উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৫।	পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৬।	সভাপতি, বিএসএ, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা	সদস্য
৭।	চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানি, উত্তরা ঢাকা	সদস্য
৮।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লাল তীর সীড লিঃ, সোনারগাঁ রোড, ঢাকা	সদস্য
৯।	প্রধান বীজতত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়	সদস্য সচিব

অন্যান্য সিদ্ধান্ত ঃ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে জাত ছাড়করণ, নিবন্ধন ও বীজ ডিলার নিবন্ধন ফি ছাড়াও নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

i. হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ফলনশীলতাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে তা কারিগরি কমিটির কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করতে হবে। প্রস্তাবিত জাতের ও ইতোপূর্বে অনুমোদিত জাতের ফলনসহ বৈশিষ্ট্য সমূহের তুলনামূলক বিবরণী ছক আকারে উপস্থাপন করতে হবে।

ii. বোরো ও আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য এ পর্যন্ত ১২৫টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধনের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে এর অনেকগুলো জাত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে বিধায় ঐ জাতগুলির মালিকানাপ্রাপ্ত কোম্পানি হতে তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই পূর্বক প্রয়োজনে ডিনোটিফিকেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

iii. আলোচ্যসূচীতে যে কোম্পানির জাত ছাড়করণ ও নিবন্ধনের বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে সে কোম্পানির উপযুক্ত প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থাকবেন।

iv. কারিগরি কমিটি ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ট্রায়াল কার্যক্রমগুলি আরো সুস্পষ্ট, তথ্য নির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। এক্ষেত্রে গতানুগতিকতা পরিহার করতে হবে।

v. ছাড়কৃত ও নিবন্ধনকৃত নতুন জাতগুলি কৃষক পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বীজ ও চাষাবাদ প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য জেলা পর্যায়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (ডিএই) ও উপ-সহকারী পরিচালক (বিএডিসি)-কে প্রশিক্ষণদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৩তম সভায় বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলামকে গবেষণা কাজে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ IAEA ও FAO কর্তৃক আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাওয়ায় অভিনন্দন জানানো হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ড. তমাল লতা আদিত্যকে ধান গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য Plant Breeding & Genetic Society of Bangladesh কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ায় সভায় অভিনন্দন জানানো হয়। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

(ড. এস এম নাজমুল ইসলাম)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৩তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা / প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরের তালিকা।

বিষয় ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৩তম সভা।
তারিখ ঃ ২০-১১-২০১৪ খ্রিঃ সময়ঃ সকাল ১১.৩০ ঘটিকা।
স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়।
সভাপতি ঃ ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

ক্রম ঃ নং	নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠানের নাম	স্বাক্ষর
১	মোঃ আনোয়ার ইসলাম সিকদার (এনডিসি)	চেয়ারম্যান, (বিএডিসি)	অস্পষ্ট
২	ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম মন্ডল	নিঃ চেয়ারম্যান, (বিএআরসি) ও মহাপরিচালক, বি এ আর আই	অস্পষ্ট
৩	ড. এস এম নুরুন্নাহার	মহাপরিচালক (বিএসআরআই)	অস্পষ্ট
৪	ড. মোঃ জালাল উদ্দিন	পরিচালক, কন্দাল ফসল, বিএআরআই	অস্পষ্ট
৫	মোঃ রমজান আলী	সদস্য পরিচালক, বি.এ.আর.সি	অস্পষ্ট
৬	ড. আবুল কালাম আযাদ	সদস্য পরিচলক, (শস্য) বি.এ.ডি.সি	অস্পষ্ট
৭	ড. মো. গাজী গোলাম মর্তুজা	কর্মসূচী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড	অস্পষ্ট
৮	মোহাম্মদ হোসেন	মহাপরিচালক	অস্পষ্ট
৯			

১০	ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআর আই	অস্পষ্ট
১১	মোঃ দেলোয়ার হোসেন মোল্লা	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ঢাকা	অস্পষ্ট
১২	ড. এ.এইচ. এম. রাজ্জাক	মহাপরিচালক, বিআইএনএ	অস্পষ্ট
১৩	মোঃ সোলায়মান আলী	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), এসসিএ	অস্পষ্ট
১৪	ড. মোঃ জাকির হোসেন	উপ-পরিচালক (সীড রেগুলেশন)	অস্পষ্ট
১৫	ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএআরআই	অস্পষ্ট
১৬	মোহাম্মদ আরিফ ইফতেখার	কিষান সীড এন্টারন্যাশনাল	অস্পষ্ট
১৭	আরিফুল হক	Blue-Moon international	অস্পষ্ট
১৮	Md. Nafisur Rahman	South Pole Seeds Ltd.	অস্পষ্ট
১৯	Mahbub Anam	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, লালতীর সীড লিঃ	অস্পষ্ট
২০	Syed Kamrol Haque	AST, MOA	অস্পষ্ট
২১	Vivekananda Roy	Information & Public Relation Officer, MOA	অস্পষ্ট
২২	Dr. Md. Shahajahan Kabir	Director Admin, BRRI	অস্পষ্ট
২৩	Dr. Md. Ansar Ali	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি	অস্পষ্ট

২৪	**এ.জেড.এম মমতাজুল করিম**	পরিচালক উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং, ডি.এ.ই	অস্পষ্ট
২৫	**মোঃ মনির উদ্দিন**	যুগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ	অস্পষ্ট
২৬	**মোঃ আজিম উদ্দিন**	প্রধান বীজ তত্ত্বাবিদ বীজ উইং	অস্পষ্ট
২৭	**মোঃ আব্বাস আলী**	মহাপরিচালক, ডিএই	অস্পষ্ট
২৮	**জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস**	মহাপরিচালক, (চ.দা), ব্রি	অস্পষ্ট
২৯	**আনোয়ার ফারুক**	মহা পরিচালক, বীজ উইং	অস্পষ্ট
৩০	**ড. তমাল লতা আদিত্য**	সিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান প্ল্যান্ট ব্রিডিং ডিভিশন, ব্রি।	অস্পষ্ট

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী

কৃষি মন্ত্রণালয়

জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

www.sca.gov.bd